"হিতৈষী"-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

সামবেদের বঙ্গানুবাদ।

মূল্য ।০ আট আনা।

ছন্দ আর্চ্চিক।

আগ্নেয়-পর্ব্ব।

হে অগ্নি! (তুমি আমাদিগের দ্বারা) স্তুত হইয়া হবি ভক্ষণ ও (দেবগণকে) হবিঃ দানার্থ আই। ই পাতিত দর্ভে হোতা হইয়া আসন গ্রহণ কর। ১। হে অগ্নি! তুমি নিখিলযজ্ঞের হোতা, যেহেতু তুম ইহলোকে ঋত্বিককর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছ। ২। দেবগণের দূত ও সাধু-আহ্বানকারী সর্ব্বজ্ঞ এবং প্রবর্ত্তমান যজ্ঞের শে ভনকর্ম্মা অগ্নিকে বরণ করিতেছি। ৩। সমিদাদি দ্বারা দীপ্ত, হবির্দ্বারা আহুত সুতরাং সমুজ্জ্বল সেই হবির্ধনাভিলাষী অগ্নি স্তুত হইয়া বৃত্র-গণকে একেবারেই সংহার করুন। ৪। হে অগ্নি! অতিথির ন্যায় পূজনীয়, মিত্রসদৃশ প্রিয়, এবং রথের ন্যায় ধনলাভহেতু, তোমাকে স্তব করিতেছি। ৫। হে অগ্নি! তু আমাদিগকে বহু ধন প্রদানে বহুবিধ অরি এবং মর্ত্ত্যে ভয় হইতে রক্ষা কর। ৬। হে অগ্নি! তোম করিব আশা করিতেছি এবং ইহা ভিন্ন উ- স্তুতিনিচয়, আসিয়া শ্রবণ কর ও প্রদত্ত

, ঋষি ...

.! তুমি আমাদিগের ...

ত এই কর্ম্ম সম্পাদন কর, যেহেতু তুমি আমাদিগকে দবার জন্য প্রকাশমান রহিয়াছ। ১০।

হ অগ্নি যজমানগণ বলের জন্য তোমায় নমস্কার করিতেছে, .দব! তুমি বলদ্বারা শত্রু নাশ কর। ১। তুমি সর্ব্ববিদ, বাহ, অমর্ত্ত্য, যাগশীল ও দূত, তোমাকে প্রশংসা করিতেছি।২। হুত শিখারূপিণী ভগিনীনিচয় যেমন তোমার স্ফুলিঙ্গ রার পূর্ব্বক বায়ুসকাশে যাইয়া সাধ্যমত তোমাকে বাড়াইয়া র থাকে, তদ্রূপ যজমানের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আমাদের উসমূহ তোমার গুণাবলী বিস্তারপূর্ব্বক স্থির হইয়া গিয়াছে।৩ অগ্নি! আমরা প্রতিদিন অহোরাত্র বুদ্ধিসহযোগে নমস্কার া তোমার সমীপে আসিতেছি। ৪। স্তুতিবোধ্য অগ্নি! ানরূপ প্রজানুগ্রহার্থ যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানসিদ্ধির জন্য যজন নে প্রবেশ কর। (যজমান) ক্রূর অগ্নিকে প্রীতিপ্রদ র করিতেছে। ৫। হে অগ্নি! এই চারু যজ্ঞে সোমপানার্থ হইয়া বায়ু প্রভৃতি দেবগণের সহিত আইস। ৬। অধ্বর ং অগ্নিকে স্তুতি দ্বারা বন্দনা করিতেছি। তুমি পুচ্ছবান ' বরোধিগণকে পরিহার কর)।৭। ঔর্ব্বভৃগু ও আপ্নবান 'বগর্ভে শুদ্ধ বাড়বাগ্নিকে আহ্বান করিতেছি। ৮। দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করিতেছে, অগ্নি ত হইয়া কালে মনদ্বারা কর্ম্ম করিবেন।৯।

সার্থকে পরিমিত করিয়াছেন সেই সবিতা দেবকে সর্ব্বপ্রকারে পূজা করি। ৮। দেবসেনাগ্রণী, দেবগণের আহ্বাতা, অতিশয় দানশীল, প্রশস্ত বলের পুত্র, জাতবেদা অগ্নিকে ব্রাহ্মণের ন্যায় স্তব করি। সম্যক প্রকারে যজ্ঞ নির্ব্বাহক, যিনি উৎকৃষ্ট দেব-পূজাশীলা কৃপাদ্বারা দীপ্ততেজস্ক ও সর্ব্বত্র পূয়মাণ ঘৃতের বিশেষরূপে ভ্রাজমান অংশকে স্বয়ং পশ্চাৎ গ্রহণ করেন। ৯। হে সর্ব্বপ্রবর্ত্তক ইন্দ্র! তুমি বিজিগীষু অসুরের প্রাণনাশক ও অসুর-নিরুদ্ধ জলসকলকে প্রেরিত করিয়াছ, দেবগণ তোমার পূর্ব্বকৃত এই সকল কর্ম্ম স্বর্গে বলিয়া থাকেন। ইন্দ্র বধ্যাপী তমোরূপ অসুরকে বলদ্বারা অভিভব করুন। শতক্রতু চন্দ্র বল ও হবিলাভ করুন।

পবমান পর্ব্ব।

হে সোম তোমার রসের উপরে জন্ম এবং দ্যুলোকে বর্ত্তমান, উগ্র, সুখ ও মহৎ অন্ন ভূমিষ্ঠ জনগণ গ্রহণ করে। ১। হে সোম, তুমি দেবরাজের পানার্থ অভিষুত হইয়া স্বাদুতমা অতিশয় মদজনিকা ধারাদ্বারা ক্ষরিত হও। ২। হে সোম, তুমি স্তোতৃগণের অভিমত বর্ষী হইয়া ধারাদ্বারা দ্রোণ কলসে যাইস। বলযুক্ত স্তোতৃগণকে সকল ধন দানপূর্ব্বক দেবরাজের নিমিত্ত মদকর হও। ৩। হে সোম, রাক্ষসনাশক, বরেণ্য, মদকর যে রস আছে তাহাদ্বারা ক্ষরিত হও। ৪। স্তোত্রাদিভেদে ত্রিবিধ স্তুতি ঋত্বিকগণ উচ্চারণ করিতেছেন। সন্তোষজনক গো-সহ

করিতেছে, হরিতবর্ণ সোম শব্দ করিয়া কলসে যাইতেছে। ৫। হে সোম তুমি অতিশয় মাধুর্য্যযুক্ত, তুমি যজ্ঞস্থানে উপবেশনার্থ ইন্দ্রের নিমিত্ত ক্ষরিত হও। ৬। পর্ব্বতে জাত সোম মদার্থ অভিষুত ও জলে প্রবৃদ্ধ হইতেছে এবং শ্যেনের ন্যায় এই সোম স্বকীয় স্থানে আসীন হইতেছে। ৭। হে হরিদ্বর্ণ সোম, তুমি বলসাধক মদকর হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের পানার্থ ক্ষরিত হও। ৮। সোম পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে, হে সোম, তুমি অভিষূয়মান ও পর্ব্বতে বিদ্যমান, তুমি মাদক স্তোতৃগণের সম্বর্দ্ধ হও। ৯। অন্তঃপ্রজ্ঞ সোম অভিষবফলক নোপ্ত্রা (পাত্রবিশেষ) হৃদয়ে নিহিত হইয়া দ্যুলোকের প্রিয় প্রস্তরে যাইতেছে। ১০।

মদস্রাবী সোম সকল অভিষুত হইয়া হবির্যুক্ত আমাদের যজ্ঞ অন্নের নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে গমন করিতেছে। ১। জলের ঊর্ম্মির ন্যায় ও প্রবৃদ্ধ মৃগের ন্যায় মেধাবী সোম সকল পাত্রে যাইতেছে। ২। হে সোম তুমি অভিষুত ও সেক্তা হইয়া ক্ষরিত হও। দেশে আমাদিগকে যশস্বী কর ও সকল রিপুগণকে নাশ কর। ৩। হে সোম, তুমি অভিমত ফলবর্ষী অতএব হে পবিত্র-কারিন্ সোম, সর্ব্বত্র সর্ব্বদ্রষ্টা তেজোদ্বারা দীপ্তিমান তোমাকে আহ্বান করিতেছি। ৪। প্রজ্ঞাপক দেবগণের প্রীতিকর সোম স্তোতৃগণের স্তুতিদ্বারা পূত হইতেছে। ৫। বলবান ও বেগ-বান্ সোমসকল গবেচ্ছায় অশ্বেচ্ছায় ও বীরেচ্ছায় ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক প্রবৃষ্টরূপে সৃষ্ট হইতেছে। ৬। হে সোম, তুমি ক্ষোভ-মান, তুমি ক্ষরিত হও। তোমার মদকর রস অনুসক্তরূপে ইন্দ্রে গমন করুক এবং তুমি ধারক রসদ্বারা বায়ুকে প্রাপ্ত হও। ৭। পবমান সোম দ্যুলোকে অশনীর ন্যায় চিত্রবিচিত্র বৃহৎ বিশ্বনর নামক জ্যোতিকে উৎপাদন করিয়াছে। ৮। অভিষূয়মান

কারিণী হউন। আমাদের পানার্থ সুখপ্রদা হউন। রোগের শমন ও অনুৎপন্ন রোগের নিবারক হউন। প্রতি (শান্তি জল) সিঞ্চন করুন। ১৩। হে সাধু এক্ষণে কিরূপ যজমানের ব্রাহ্মণে (প্রধান পুরোহিতে) নিচয় সকল করিতেছ। যাহার তব সম্বন্ধীয় স্তুতি সমূহ লাভে সমর্থ। ১৪।

হে স্তোতৃগণ! তোমরা অমর, জাতবেদা, মিত্রবৎ অগ্নির প্রবর্দ্ধনার্থ প্রতি যজ্ঞে স্তব কর এবং আমরা তাঁ ঐরূপে প্রশংসা করি। ১। হে অগ্নি! তুমি আমাদি একটী বাণী দ্বারা স্তুত হইয়া রক্ষা কর। দ্বিতীয় বাণী স্তুত হইয়া রক্ষা কর। হে বাজপতি! তিনটী বাণীদ্ব স্তুত হইয়া রক্ষা কর। হে বাসক! চারিটী বাণীদ্বারা হইয়া রক্ষা কর। ২। হে দেব! বলিষ্ঠ, পাবক অ সমিধ্যমান হওয়ায় বৃহত্তেজে বর্দ্ধিত হইয়াছ, ভরদ্বাজে নির্ম্মল তেজসহকারে ধনশালী হইয়া প্রদীপ্ত হও। ৩। অগ্নি! হে স্বাহুত, তব স্তোতৃগণ প্রিয় হউন এবং গো ও অস্মদীয় জনসমূহে দানশীল ও তোমার প্রিয় হউন। ৪ হে অগ্নি! হে দেব! হে স্তুত, তুমি প্রজাপালক, রাক্ষস সন্তাপক, দ্যুলোকপাতা ও যজমান গৃহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছ। হে গৃহপতি! তুমি যজমান গৃহ ত্যাগ না করায় অতীব পূজ্য হইয়াছ। ৫। হে অগ্নি! তুমি হবির্দাতা যজমানকে উষার নিকট হইতে সূর্য্য ও বিচিত্র দর্শনীয় ধন অন্ত উষায় প্রবুদ্ধ দেবগণকে আনিয়া দাও। ৬। হে বাসক! তুমি বিচিত্র দর্শনীয়। তুমি আমাদিগকে বহু ধন পাঠাইয়া দাও, যেহেতু তুমি লোকপ্রসিদ্ধ ধনের প্রেরক। তুমি পুত্র

উৎপত্তি হইতে চির গতিশীল এই বৈশ্বানর অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছেন, তাহার পরক্ষণেই তদীয় বাসর দ্যোতমান তেজ সকলেই দেখিতে পায়। ১০।

ঋত্বিকগণ! অসংখ্য ও জ্বালানিচয়ে বর্দ্ধিত, অতিশয় বলী বন্ধু অগ্নিকে লাভ কর। ১। এই অগ্নি তীক্ষ্ণ তেজো- সকল রাক্ষসকে বধ ও আমাদিগকে ধন দান করুন। ২। অগ্নি! আমাদিগকে সুখী কর, তুমি মহান, তুমি দেবযাচক, দানের দর্ভ গ্রহণার্থ আসিয়াছ। ৩। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ কর। হে দেব! হে অজর! শত্রুগণকে তেজোদ্বারা ভস্মীভূত কর। ৪। হে অগ্নি! যে সকল ক্ষিপ্র গমনশীল অশ্ব তোমার রথ বহন করে, তাহাদিগকে তোমার রথে যোজনা কর। ৫। হে ব্যাপক বিশাম্পতি, আহূত অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান ও কল্যাণ স্তোত্রক, তোমাকে যজ্ঞে নিহিত করিলাম। ৬। অগ্নি দেবগণের মস্তকস্বরূপ, দ্যুলোকের ককুৎ এবং পৃথিবীর পালক, স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতগণকে প্রীত করেন। ৭। হে অগ্নি! তুমি আমাদের অনুষ্ঠীয়মান নবতর হবির্দান ও স্তুতি বাক্য দেবগণ সমীপে ব্যক্ত কর। ৮। হে অগ্নি! গোপ- বন ঋষি তোমাকে স্তব দ্বারা বাড়াইতেছে। হে অঙ্গিরা! হে পাবক! (গোপবনের) আহ্বান শ্রবণ কর। ৯। অগ্নি- পালক মেধাবী অগ্নি হবিদাতা যজমানকে রত্ন দান করিয়া প্রদত্ত হবির চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করিতেছেন। ১০। রশ্মি- সমূহ বিশ্বের আলোক জন্য সেই প্রসিদ্ধ জাতবেদা দ্যোতমান সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে লইয়া যায়। ১১। হে স্তোতৃগণ, যজ্ঞে কবি সত্য- ধর্ম্মা দ্যোতমান, শত্রুনাশক অগ্নিকে স্তব কর। ১২। (জল) দেবী আমাদিগের অভীষ্ট যজ্ঞের জন্য পাপাপনোদন দ্বারা সুখ-

পৌত্রাদির প্রেরয়িতা, আমাদিগকে অপত্যোৎপাদনের জন্য শীঘ্র শক্তি প্রদান কর। ৭। হে অগ্নি! হে রক্ষক! তুমি ব্যক্ত, ক্রান্তপ্রজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপ্ত। হে সমিধান! হে দীপ্তাগ্নি, তোমাকে তোমার বিধাতা মেধাবীস্তোতৃবৃন্দ সেবা করিতেছেন। ৮। হে অগ্নি! হে পাবক, তুমি আমাদের জন্য বয়োবর্দ্ধক লোকপ্রশস্য ধন সংগ্রহ কর। হে উপমাতি, তুমি ঐরূপ ধন এমন সুমার্গদ্বারা প্রদান কর, যাহাতে উহা সর্ব্বজনস্পৃহনীয় ও অত্যন্ত যশস্কর হয়। ৯। (দেবগণের) হোতা (আমাদের) হর্ষক অগ্নি জনগণকে ধনই প্রদান করিতেছেন। সেই অ আমাদের এই মদকর সোমতুল্য সুধাপাত্র ও স্তে উপগত হইতেছে। ১০।

যিনি অন্নের পৌত্র আমাদের প্রিয় পাত্র, যিনি প্রজ্ঞাপক আমাদের স্বামী, যিনি সকল যজ্ঞের দূত অথচ অমর—হে স্তোতৃগণ আমি তোমাদের নিমিত্ত তাদৃশ অগ্নিদেবকে আহ্বান করিতেছি। ১। তুমি বনে শয়ান আছ এবং মাতৃগণের অঙ্কেও শয়ন করিয়া রহিয়াছ। তোমাকে জনগণ মন্থনদ্বারা প্রবুদ্ধ করিতেছে। তুমি অনলস হইয়া যজমানের হবি বহন করিতেছ, তদনন্তর দেবসভায় প্রদীপ্ত হইতেছ। ২। যাঁহাতে কর্ম্মনিচয় যজমানকর্ত্তৃক আহিত হইয়াছে, সেই সন্মার্গজ্ঞাতা অগ্নিদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সুজাত আর্য্যবর্দ্ধক অগ্নিদেবে আমাদের স্তুতিনিচয় উপগত হউক। ৩। এই স্তোত্রশাস্ত্রাত্মক হিংসাহীন যজ্ঞে অগ্নিদেব, (সোমাভিলাষার্থ) গ্রাবা (প্রস্তর) সকল এবং দর্ভাসন পুরোহিত [সম্মুখে নিহিত] হইয়াছে। হে মরুদ্গণ! হে ব্রহ্মণস্পতি! হে দেবগণ! এই সমস্ত উপকরণ নিচয় এরূপে রক্ষা কর, যাহাতে ইহারা ভজনীয় থাকে, ইহাই আমরা অনুক্ষণ

স্তুতিবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি। ৪। হে পুরুমীঢ়! তুমি আত্ম-রক্ষার্থ অগ্নিকে মন্ত্রবাক্যে স্তব কর। সেই শয়নস্বভাব অগ্নিকে ধনার্থ স্তব কর। দেখ, অপরাপর যজমানগণ স্বকীয় স্বার্থের জন্য তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। অতএব তোমাকর্তৃক ঐরূপে স্তুত হইয়া আমাকে একটী গৃহ দান করুন। ৫। হে শ্রুৎকর্ণ অগ্নি! তুমি আমাদের বাক্য শ্রবণ কর। সূর্য্য ও অর্য্যমা প্রাতঃকালীন দেবযজন স্থলে গমনশীল দেবগণ ও তব সমগতি-বিশিষ্ট বহ্নিগণের সহিত যজ্ঞার্থ স্থাপিত এই দর্ভে উপবেশন ন। ৬। দ্যুতিমান পরমৈশ্বর্য্যশালী দিবোদাস অগ্নিমাতা ত দেবগণের হবির্বহনার্থ প্রেরণ করিতেছেন। দিবো-।কে বলপূর্ব্বক আনিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি (কর্ম্মান্তিক) স্বর্গে স্বগৃহে গমন করিলেন। ৭। অধুনা তুমি পৃথিবী, অথবা মহান্ অন্তরীক্ষ, অথবা নক্ষত্রোজ্জ্বল স্বর্গ হইতে আসিয়া আমার এই শরীর ও বিত্তর স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত হও। হে সুক্রতু! তুমি আমাদিগকে অভীষ্টফলদ্বারা পূর্ণ করিয়া দাও। ৮। হে অগ্নি! তুমি বনভক্ষণে অভিলাষী, তথাপি তাহা ত্যাগ করিয়া আমাদের মাতৃভূত জলে প্রবিষ্ট হইয়াছ। তাহাতে তোমার বিনাশ লক্ষিত হইতেছে, তাহা আমাদের অসহ্য, কেন না তুমি দূরে পড়িয়াছ (অদৃশ্য হইয়াছে)। এই অরণী হইতে ক্ষণমাত্র উৎপন্ন হইতেছ। ৯। হে অগ্নি! মনু তোমার জ্যোতি বহুবিধ যজমানার্থ দেবযজমান স্থলে স্থাপন করিয়াছেন। তুমি ঋতজাত, হবির্দ্বারা তৃপ্ত হইয়া কষ্ঠে দীপ্তমান হইয়াছ, তুমি সেই অগ্নি যাঁহাকে মনুষ্য সকল নমস্কার করে। ১০।

প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রথমাদশতি।

ধনদ অগ্নি তোমাদের হবিপূর্ণ আসিক্তি স্রুক্ কামনা

ক্ষ। অতএব সোমদ্বারা পাত্রটী উৎসিক্তিত কর। সোম-
দ হোতৃচমস পূর্ণ করিয়া অগ্নিকে প্রদান কর। অনন্তর
গ্নি তোমাদিগকে বৰ্দ্ধিত করিতেছেন। ১। ব্রহ্মণস্পতি
মাদিগকে প্রাপ্ত হউন। সুনৃতাদেবী আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।
হারা অরিগণকে নিঃশেষরূপে দূরে তাড়াইয়া দেন। যাহাতে
নহিতকারী পংক্তিনিষ্পাদ্যযজ্ঞ আমরা ভালরূপে প্রাপ্ত হই
হা করুন। ২। হে যূপ! আমাদিগের রক্ষণার্থ তুমি উৰ্দ্ধে
র্য্যের ন্যায় অবস্থান কর। তথায় অবস্থিত থাকিয়া আমাদের
নদাতা হও। যেহেতু তোমার শোধক ও বাহক ঋত্বিক-
ণের সহিত আমি তোমাকে বিশেষরূপে আহ্বান করিতেছি।৩
বাসক! স্তোতৃবৃন্দ তোমাকে ধনার্থ লইয়া যাইতে ইচ্ছা
রিতেছেন। যে জন তোমায় হবিঃ দান করিতেছিল, সেই জন
র কৰ্ম্মদ্বারা স্তোত্র-শস্ত্রধারা বীরপুত্র ধারণ করিতেছেন। ৪।
মরা সকলেই দেবসকাশে কামনাকারী প্রজা। তোমাদের
ত অগ্নির অনুগ্রহার্থ আমরা সূক্তরূপী বাক্যাবলীদ্বারা তাঁহার
কটে যাচ্ঞা করিতেছি, তাঁহাকে অন্যান্য ঋষিগণ সকাম
হয়া প্রদীপ্ত করিতেছেন। ৫। এই অগ্নিই তুমি সুবীর্য্যমান
সৌভাগ্যশালী জনের ঐশ্বর্য্যদাতা, তোমার সুন্দর অপত্য
ধনপ্রদাতা এবং পাপশত্রুবিনাশক। ৬। হে অগ্নি!
মাদের যজ্ঞে তুমিই যজমান, তুমিই হোতা। হে বিশ্ববার!
মি পোতা অতএব তুমি সুন্দরমতি। তুমি এই বরণীয় হবি
বগণকে দাও ও তাঁহাদের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা
র। ৭। তোমার মর্ত্তবাসী মিত্রগণ (আমরা) তোমার
ক্ষণার্থ বরণ করিয়া আনিতেছি, তুমি জলের পৌত্র, সৌভাগ্য-
ালী, শোভনকৰ্ম্মা এবং উপদ্রব রহিত। ৮।

তোমরা অগ্নিকে আহ্বান কর। তাঁহাকে হবির্দ্বারা সুখী কর। হোতা গৃহপতি অগ্নিকে উত্তর বেদীতে স্থাপন কর। অনন্তর যজ্ঞগৃহ মধ্যে নমস্কৃত দত্তহবি অগ্নির পরিচর্য্যা কর। ১। যিনি উৎপন্ন হইয়া স্তনপানার্থ মাতৃযুগলের সমীপে গমন করিতেছেন না, কিন্তু জন্মের অব্যবহিত পরে মহান্ হইয়া দৌত্যে নিযুক্ত হইয়া দেবগণের হবি বহন করিতেছেন। অতএব সেই শিশুভূত তরুণ অগ্নির হবির্বহন অতীব আশ্চর্য্য। ফলতঃ মাতারা যদি স্তনবিহীনা হইতেন, তাহা হইলে ইঁহার স্তনপানার্থ না যাওয়া যুক্তি যুক্ত হইত, কিন্তু ফলে তাহারা স্তনবিশিষ্টা কারণ তাহারা আমাদের কামদুঘা। ২। হে মৃতপুত্র! অগ্নি নামক এই জ্যোতি তোমার এক অংশ, অতএব তদীয় দেহগত অগ্ন্যংশদ্বারা এই বাহ্য অগ্নিতে প্রবিষ্ট হও। বাহিরে বায়ু নামক আর এক অংশ আছে, তাহাতে তুমি প্রাণবায়ু দ্বারা প্রবিষ্ট হও। তৃতীয় আদিত্য নামক জ্যোতিতে আপন আত্মার সহিত প্রবেশ কর। তুমি তাহার সাহিত্যে অতীব প্রীতিমান হইবে। অতএব তুমি প্রকৃষ্টজনক সেই আদিত্য পুনর্দেহলাভ জন্য পূত হইয়া অতি সুন্দরভাবে প্রবিষ্ট হও। ৩। পূজ্য জাতবেদ অগ্নির জন্য এই স্তোত্রকে রথের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদ্বারা সংস্কৃত করিতেছি। ইঁহার উপাসনায় আমাদের প্রকৃষ্টমতি নিশ্চয় কল্যাণদানে সমর্থ। হে অগ্নি! তোমার সহিত বন্ধুত্ব থাকায় আমরা যেন কাহারও দ্বারা হিংসিত না হই। ৪। যিনি দ্যুলোকের মূর্দ্ধাস্বরূপ, পৃথিবীর পতি ও বৈশ্বানর, যিনি যজমানের যজ্ঞে অতিথির ন্যায় পূজনীয় দীপ্তিশালী ও কবি, যিনি দেবগণের মুখস্বরূপ, যিনি দেবমুখভূত শরীরে আমাদিগের দত্তহবির ধারক, সেই অগ্নিদেবকে ঋত্বিকেরা

আমাদের ব্যক্ত অরণীদ্বয় হইতে সুন্দররূপে উৎপন্ন করিলেন। ৫। হে অগ্নি! স্তোতারা তব সকাশে, মেঘের উপরিভাগ হইতে জল-বর্ষের ন্যায়, স্বকীয় কামনানিচয় উৎপাদন করিতেছেন। হে গীর্ব্বাহ! ভরদ্বাজাদি স্তোতৃগণ তোমাকে ঐরূপ দানশীল জানিয়া অন্ন প্রার্থনা করিতেছে। এই সুন্দর স্তুতিনিচয় অশ্বগণের ক্ষিপ্র রণ-জয়ের ন্যায় তোমাকে বশীভূত করিতেছে। ৬। তোমরা আকস্মিক বজ্রপাতসদৃশ মৃত্যু হইতে আপনাদের রক্ষণার্থ রুদ্ররূপী যজ্ঞপতি, দ্যু ও ভূলোকের অন্নদাতা, হোতা স্বর্ণপ্রভ অগ্নিকে পূর্ব্বেই উপাসনা কর। ৭। প্রদীপ্ত, হব্যপ্রেরক অগ্নি নমস্কারের সহিত বর্দ্ধিত হইতেছেন। যাঁহার রূপ ঘৃতদ্বারা আহুত হইতেছে। সঞ্জাত-বোধ স্তোতৃ-বৃন্দ হব্যদানকালে যাঁহার স্তব করিতেছেন সেই অগ্নি উষার পূর্ব্বে চারিদিকে প্রদীপ্ত হইতেছেন। ৮। এক্ষণে অগ্নি বৃহৎপ্রজ্ঞাযুক্ত হইয়া দ্যু ও ভূলোকে প্রবেশ করিতেছেন। মেঘাবধি দ্যুলোকপর্য্যন্ত স্বীয় জ্বলনরূপে, আদিত্যের সহিত অবস্থিত হইয়া, উর্দ্ধদেশে ব্যাপ্ত হইতেছেন এবং বৃষ্টিবর্ষণ জলসমীপে অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতিক রূপে অতিশয় বর্দ্ধিত হইতেছেন। ৯। ঋত্বিকগণ সর্ব্বব্যাপী অথচ দূরে দৃশ্যমান, গতিশীল, অরণীদ্বয়ে বিদ্যমান কিন্তু অপ্রজ্ঞাত গৃহপতি অগ্নিকে স্বীয় অঙ্গুলিসমূহদ্বারাই অরণীদ্বয় মন্থনপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত করিতেছেন। ১০।

অগ্নিহোত্রের ধেনু যেমন প্রাতঃকালে প্রবুদ্ধ হয় তদ্রূপ প্রাতঃকালে এই অগ্নি অধ্বর্য্যুগণের সমিধাদিদ্বারা প্রবুদ্ধ হন। অনন্তর সেই অগ্নির রশ্মিসকল শাখা বিস্তার করিয়া বৃক্ষের ন্যায় অন্তরীক্ষাভিমুখে যাইতেছে। ১। হে স্তোতা! তুমি অসুরগণের জেতা, মহান্, মেধাবিগণের ধারক, মুক্তগণের অধিষ্ঠিত

শরীরের আদরপূর্ব্বক রক্ষক, অমূঢ় অগ্নির স্তব কর। স্তুতি-বাক্যদ্বারা ভজনীয় ধনদ কবচরূপ শিখাযুক্ত হরিতবর্ণ কেশতুল্য এবং স্তূয়মান অগ্নির উদ্দেশে কর্ম্ম কর। ২। হে পূষন্! তোমার একরূপ শুক্লবর্ণ ও অন্যরূপ কৃষ্ণবর্ণ অতএব দিবারাত্রি বিষম রূপবিশিষ্ট। তুমি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক। হে অন্নবিশিষ্ট! তুমি সর্ব্ববিধ মায়াকে রক্ষা করিতেছ। আমাদের প্রতি তোমার কল্যাণকর দান প্রবর্ত্তিত হউক। ৩। হে অগ্নি! তুমি বহুকর্ম্মবিশিষ্ট গো প্রভৃতি পশুগণের সম্পাদিকা ইড়া নাম্নী দেবতাকে নিরন্তর হোমকর্ত্তা যজমানের (আমার) নিমিত্ত সাধন কর এবং আমাদিগের পুত্র ও পৌত্র হউক এইরূপ তোমার যে সুবুদ্ধি তাহা আমাদিগের সম্বন্ধে অবন্ধ্যা হউক। ৪। নরলোকবাসী যে অগ্নি অন্তরীক্ষক্রোড়ে বিদ্যুৎরূপে নিষণ্ণ ছিলেন তিনি এখন যজমানের হোম নিষ্পাদক হইয়াছেন। তিনি মহান্ অন্তরীক্ষজ হইয়া বেদীতে প্রসন্ন হয়েন। সেই অগ্নি হবির্ধারণপূর্ব্বক বেদীতে নিহিত হইতেছেন, হে স্তোতঃ তুমি তাহার সেবা করিতেছ। তিনি তোমায় অন্ন ও ধন দান করুন ও তোমার দেহের রক্ষক হউন। ৫। ইন্দ্রতুল্য বলবান বীর্য্যসম্পন্ন জনগণের স্তুত্য অগ্নির উৎকৃষ্ট সম্যক্ রূপে প্রকাশমান স্বরূপকে স্তব কর। সর্ব্বজনকর্ত্তৃক স্তূয়মান স্তুতিপ্রমুখ কর্ম্মসকল প্রকৃষ্টরূপে কামনা কর। ৬। যেমন গর্ভিনীগণ গর্ভকে সুন্দররূপে ধারণ করে তদ্রূপ সকল বিষয়ে জ্ঞানবান্ এই অগ্নিকে দেবগণ যজ্ঞের নিমিত্ত অরণীতে স্থাপিত করিয়াছে। সেই অগ্নি হবিঃসঞ্চয়শীল কর্ম্মে জাগরূক মানবকর্ত্তৃক প্রত্যহ স্তোতব্য হন। ৭। হে অগ্নি তুমি বহুকালাবধি রাক্ষসগণকে বাধা দিয়া আসিতেছ, তথাপি তাহারা তোমাকে সংগ্রামে জয় করিতে

পারে নাই। তুমি এক্ষণে মারণ ব্যাপারযুক্ত মাংসাশী রাক্ষসগণকে তেজোদ্বারা ভস্মীভূত কর। তোমার অলৌকিক অস্ত্রহইতে তাহারা যেন মুক্ত না হয়। ৮।

হে অগ্নি, তুমি আমাদিগকে অতি বলবান দ্যুম্ন (ধন) আহরণ করিয়া দাও। হে অধৃতগমন, সেই প্রশংস্য ধনসহ যোজনা এবং অন্নলাভার্থ অর্থ আবিষ্কার করিয়া দাও। ১। যখন যাঁহার বীর (পুত্র) উৎপন্ন হইবে তখন সে অগ্নিতে হবন করিবে, এবং নিরন্তর তাহাতে হব্যদ্রব্যনিচয় প্রদান করিতে থাকিবে আর দৈবী গৃহ বা সুখ লাভ করিবে। ২। হে অগ্নি, তোমার দীপ্ত শুভ্রধুম, আকাশে বিস্তৃত হইয়া, মেঘরূপে পরিণত হইতেছে। অপিচ হে পাবক, তুমি আমাদিগের স্তুত্য-দেবাভিমুখ-কারি স্তবদ্বারা সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশেই প্রকাশিত হইতেছ। ৩। হে অগ্নি, তুমি মিত্রদেবের মত শুষ্ককাষ্ঠযুক্ত হবির্লক্ষণ অন্নলাভ করিতেছ। হে বিচর্ষণ (সর্ব্বদ্রষ্টা), বাসক, তুমি সেই পরিপক্ক অন্ন ও তৎকার্য্যভূতা পুষ্টিকে বৃদ্ধি করিতেছে। ৪। বহুপ্রিয়, ধনদ, অতিথি, এবং যে অমরণধর্ম্মায় মানবগণ হবিঃ-প্রদীপ্ত করিতেছ এতাদৃশ অগ্নি প্রাতঃকালে স্তুত হইতেছেন। ৫। বাহিষ্ঠ যে স্তুতি তাহা অগ্নির উদ্দেশে করা হইতেছে, অতএব হে বিভাবসু! তুমি এখন আমাদিগকে প্রভূত অন্ন ও ধন প্রদান কর। যেহেতু তোমার নিকট ইহতেই মহদ্ধন উপরে যাইতেছে এবং আমরা অন্ন প্রাপ্ত হইতেছি। ৬। হে ঋত্বিক্ যজমানগণ, তোমরা অন্নাভিলাষী হইয়া সর্ব্ব পূজ্য ও সর্ব্ব-প্রিয় অগ্নিকে স্তবে সন্তুষ্ট কর। আমিও তোমাদের নিমিত্ত গৃহ-হিতকারী অগ্নিকে মননীয় স্তোত্রদ্বারা স্তব করিতেছি। ৭। মনুষ্য (যজমান) গণ, অগ্নি আমাদের জন্য দেবগণকে স্তব করিবেন,

এই আশায় যাঁহাকে সখাতুল্য মানিয়া পুরোভাগে রক্ষা করিতেছেন, সেই দীপ্তিমান্ অনলে মহৎ হবিরূপ অন্ন প্রদত্ত হইতেছে, অতএব হে স্তোতা, তুমিও তাহাতে হবিঃ প্রদান কর। ৮। যিনি ঋক্ষপুত্র শ্রুতর্ব্বার জন্য বৃহজ্জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই বৃত্রহন্তা, প্রশস্ত ও মানবহিতকারী অগ্নিকে প্রাপ্ত হইব। ৯। হে অগ্নি, তুমি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছ তুমি সবৃতঋত্বিকগণসহ সোমযজ্ঞে বর্ত্তমান আছ। যাঁহার পিতা কশ্যপ, মাতা শ্রদ্ধাদেবী তাদৃশ পিতৃমাতৃবান্ মনু যাঁহার স্তোতা, তিনি এখন যজমানগণের বাঞ্ছিত ফলদান করুন। ১০।

আমরা স্তুতি বাক্যদ্বারা আপন আপন রক্ষার জন্য রাজা, সোম, বরুণ, অগ্নি, আদিত্য, বিষ্ণু, সূর্য্য ও বৃহস্পতিকে আহ্বান করিতেছি। ১ জনগণ যেমন পথ দিয়া গ্রামাদিতে গমন করে, তদ্রূপ হবিঃপাচক অঙ্গিরাগণ উৎকৃষ্ট মার্গ দিয়া দ্যুলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা স্বর্গে আসিয়া দিব্য স্থাননিচয় পরিক্রমণ করিতেছেন। ২ হে অগ্নি! আমাদিগকে মহৎ ধনদান করিবে বলিয়া, আমরা তোমাকে ভালরূপে ইন্ধনাদিদ্বারা দীপ্ত করিতেছি। অতএব তুমি অগ্নিহোত্রের জন্য কামফলপ্রদ হইয়া দ্যু ও পৃথিবীকে স্তব করিয়া দাও। ৩। অধ্বর্য্যাদি ঋত্বিক্গণ এই যজ্ঞকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল হব্যাদি ধারণ করিয়া আছেন—যে সকল স্তব উচ্চারণ করিতেছেন; সে সকলই ইনি অনুষ্ঠান করিতে জ্ঞাত আছেন। এবং ইনি কাব্য (ঋত্বিক্গণানুষ্ঠের কর্ম্ম) নিচয় আপনারই আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছেন। ফলত ইনি, চক্রবেষ্টক নেমির ন্যায় যজ্ঞকার্য্যকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া আছেন। ৪। হে অগ্নি! তুমি স্বকীয় তেজোদ্বারা রাক্ষসের বল সর্ব্বতোভাবে নষ্ট করিয়া তাহার

সামর্থ্য নিঃশেষে ভষ্ম কর। ৫। হে অগ্নি! তুমি এই যজ্ঞে বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণ, প্রাণীরূপী দেবতা এবং শোভন যাগ-যুক্ত মনু-জাত জলবর্ষকের যাগ কর।৬।

দ্বিতীয় প্রপাঠক।

হে অগ্নি! আমি তোমাতে তোমার অভিমত হবিঃ প্রদান করিয়াছি অতএব "পুত্র দাও, বিত্ত দাও" ইত্যাদি বহুবিধ কথা বলিতেছি। হে অগ্নি! তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার সেবক তোমায় নিয়তই শরণাপন্ন। ১। হে হোতাগণ! যেরূপ বিধাতা আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃসমূহ বিধান করিতেছেন, সেইরূপ আপনাদের মেধাবী অধ্বর্য্যুগণের সৎকর্ম্মানুষ্ঠানসম্পাদ্য তেজোনিচয়ও সন্নিমিত্ত স্থাপিত হোতা অগ্নির উদ্দেশে মহৎ ও প্রাচীন স্তোত্র-শস্ত্রাত্মক বাক্যাবলী সম্পাদন করুন। ২। হে বলপুত্র অগ্নি! তুমি বহু গো ও অন্নের ঈশ্বর। অতএব হে জাতবেদ! তুমি আমাদিগকে প্রভূত অন্ন দান কর। ৩। হে অগ্নি! তুমি যজিষ্ঠ, তুমি এই যজ্ঞে দেবেচ্ছু যজমানের নিমিত্ত যজনীয় দেবগণের পূজা কর। হোতা ও যজমানবৃন্দের মাদয়িতা অগ্নি কালক্ষেপক রিপুগণকে অতিক্রম করিয়া বিশেষ-রূপে শোভিত হইতেছ। ৪। এই অগ্নি স্থির এবং ধনরক্ষণোপায় ইহার বিদিত; ইনি যজ্ঞে সপ্তমাতার সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং আপনার সেবা-নিমিত্ত কর্ম্ম-নির্ব্বাহক সোমদাতার্থ অস্মদ-দিগকে আদেশ করিতেছেন। ৫। অপিচ সেই পূর্ব্বোক্ত স্তুত্য অদিতি, দিবারাত্র সতত আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসুন। আমাদিগকে শান্তিকর সুখপ্রদান এবং আমাদের শত্রু নাশ

করুন। ৬। হে স্তোতা! তুমি শত্রুর অনুসরণকারী অগ্নির স্তুতি কর। সর্ব্বত্রচরণশীল, ধূম জ্বালাবান, অপ্রকৃত দীপ্তিমান্ জাতবেদা অগ্নিকে হবির্দ্বারা পূজা কর। ৭। মনুষ্য শত্রু হইয়া, মায়াদ্বারা যজমানের প্রভু হইতে পারে না। যেহেতু যে জন হবিঃ-গ্রহণ-ক্ষম অগ্নিকে হবিপ্রদান করে তাহার শত্রু তাহাকে বশীভূত করিতে অক্ষম। ৮। হে অগ্নি! তুমি আমাদের সেই প্রখ্যাত কুটিল, পাপকারী, দুষ্টাশয় হিংসককে দূরীভূতকর। হে সৎপতি! আমাদিগকে শোভন গন্তব্যসুখ প্রদান কর। ৯। হে বীর! হে বিশ্‌পতি, হে অগ্নি! মদীয় এই নব স্তব শুনিয়া, তেজোদ্বারা মায়াবী রাক্ষসগণকে ভস্মসাৎ কর।১০।

হে উপস্তোতৃগণ! তোমরা দাতৃতম, সত্যবান্, মহান্ ও দীপ্ততেজা অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর। ১। যে সকল কর্ম্মে শোভন পুত্রপৌত্রাদি নিযুক্ত, ও যাহাতে অন্ন বা বলের রক্ষা হয়, হে অগ্নি! তোমার সেই সমস্ত সুধীরা বাজ-কর্ম্ম-দ্বারা, যাঁহার সখিত্ব লাভ করিতেছ, সে এক্ষণে সমৃদ্ধ হই-তেছে। ২। হে স্তোতা! স্বর্ণর (সর্ব্বনেতা, স্বর্গে হবিঃ-নেতা), দেবাস (যাহাকে ঋত্বিক্‌রূপী দেবগণ স্তুতিদ্বারা প্রাপ্ত) দানাদি-গুণযুক্ত ও আমাদিগের স্বামী সেই প্রসিদ্ধ অগ্নিদেবের স্তব কর। স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে পাইয়া দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হবির্নিচয় ও তাঁহাদ্বারা পঁহুছিঁয়া দাও। ৩। হে ঋত্বিক্‌গণ! আমাদিগের যজ্ঞে যিনি অতিথিবৎপ্রিয়, সেই সুহোতা ও স্বয়ং শোভনযজ্ঞ অগ্নিদেবকে হরণ করিও না। যেহেতু এই অগ্নি বহু জনগণ দ্বারা স্তুত হইয়াও এ স্থানে বাস করিতেছেন। ৪। আহূত অগ্নিদেব আমাদের কল্যাণদাতা হউন। হে শোভনধন অগ্নি! তুমি আমাদিগকে কল্যাণপ্রদ দান কর। আমাদিগের যজ্ঞ

কল্যাণজনক হউক। এবং আমাদিগের স্তব সমূহ ও কল্যাণ-প্রদ হউক। ৫। হে অগ্নি! তুমি অতিশয় যাগকুশল, তুমি দেবগণের মধ্যে অতিশয় দানশীল—তুমি হোতা, তুমি অমর্ত্ত্য তুমি প্রবর্ত্তমান যজ্ঞের শোভনকর্ম্মা তোমাকে আমরা ভজনা করি। ৬। হে অগ্নি! তুমি (আমাদের জন্য) প্রসিদ্ধ অন্ন বা যশ আহরণকর। যখন তুমি যজ্ঞগৃহে রাক্ষসাদিগকে অতি নির্দ্দয়ভাবে পরাস্ত করিবে তখন সেইরূপে নরগণের পাপবুদ্ধি-রূপী শত্রু ও ক্রোধকে অভিভব করিবে। ৭। বিশ্‌পতি, হবি দ্বারা বর্দ্ধিত অগ্নি যখন সুপ্রীত হইয়া মানবগণের আবাসে অবস্থিত আছেন, তখন তিনি যজ্ঞব্যাঘাতক রাক্ষসগণকে নষ্ট করিতেছেন। ৮।

আগ্নেয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

ঐন্দ্রপর্ব্ব।

হে স্তোতৃগণ! তোমরা সোমরস অভিযুত হইলে, অপরা-পর ঋত্বিকগণের সহিত পুরুহূত, ধনদ, শত্রুহা ও শক্তিমান ইন্দ্র-দেবের উদ্দেশে সেই স্তোত্রটি গান কর, যাহা গাভীর উদ্দেশে প্রদত্ত তৃণের ন্যায় তাঁহার সুখকর। ১। হে শতক্রতু! হে ইন্দ্র, তোমার যশস্বিতম সোম, অগ্রে নিবেদিত হইয়াছে—অতএব সেই অস্মদাদিদ্বারা প্রদত্ত সোমদ্বারা মত্ত হইলে, তুমিও আমাদিগকে তোমার মত মত্ত করিবে। ২। যজ্ঞসাধন ও মন্ত্র-দোহনীয় গো-অজার দুগ্ধ আমাদের বহু পরিমাণে আবশ্যক

সুতরাং হে ধর্ম্মদ্রবা গোপগণ! তোমারা এক্ষণে সেই সুবর্ণ-রজতময় কর্ণযুক্ত অগ্নিসমীপে আইস।৩। হে শ্রোতৃবর্গ! ইন্দ্র তোমাকে অশ্ব গাভী ও বাসস্থান দিবেন, অতএব তাঁহার উদ্দেশে তদ্বিষয়ক স্তোত্র পর্য্যাপ্তরূপে গান কর।৪। মহৎ বৃত্রের বধার্থে সেই ইন্দ্রকে সোমরস (বা স্তুতি) দ্বারা বলবান করিতেছি। যিনি সোমপানে মত্ত (বা স্তুতিসমূহে স্তুত) হইয়া বৃত্রবধে সমূহ ধন বর্ষণ করেন। তিনি এখন আমাদের ধনদ হউন।৫। হে ইন্দ্র! তুমি পরাভিভবকারি বল ও বলসাধন হৃদয়গত ধৈর্য্যধারণ করায় প্রথিত হইয়াছ। হে কামফলবর্ষিন্ তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি কাম্যফল বর্ষণ করিতেছ।৬। যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। যেহেতু তিনি আকাশে আত্ম-সমবেত বীর্য্যবিশেষটি জলদ-দল সকাশে বিস্তার করিয়া বর্ষণাদিদ্বারা সবিশেষ বর্ত্তমান রাখিয়াছেন। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি যেমন আহুতীর ও আমাদের ধন দাতা তদ্রূপ আমিও যদি তোমার মত ঐশ্বর্য্যশালী হই তাহা হইলে আমরও স্তোতা গো-সখা হইবে। ৮। হে অভিযোতা অধ্বর্য্যুগণ! তোমরা মাদয়িতব্য বীর শূর ইন্দ্রের উদ্দেশে সর্ব্বত্রই প্রশংস্য যে সেই সোমরস তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রদান কর। ৯। হে বন্ধু! হে ইন্দ্র! এই পুরোবর্ত্তি অভিযুত সোমলক্ষণ অন্ন এইরূপে পান কর—যাহাতে তোমার উদর সুপূর্ণ হয়। হে নির্ভীক! আমরা তোমারই উদ্দেশে ঐরূপ সোম দান করিতেছি। ১০।

হে সূর্য্যাত্মক সুবীর্য্য ইন্দ্র, তুমি শ্রুতামঘ (সর্ব্বদা দানধর্ম্মা বলিয়া বিখ্যাত ধনশালী) সুতরাং তুমি বৃষভ (ধনবর্ষক), নরহিতকারী ও অস্তার (দান শৌণ্ড) হইয়া সর্ব্বতঃ উদিত। তুমি তাহার যজ্ঞে যে সূর্য্যরূপে উদিত হইতেছ তাহা কাহার

অবিদিত। ১ হে বৃত্রহা ইন্দ্র, তুমি অদ্য যাহা কিছু পদার্থ-সমূহ অভিমুখীকরত উদিত হইতেছ তৎসমুদয় তোমারই আয়ত্তাধীন। ২। যে ইন্দ্র, শত্রুগণ কর্তৃক দূরদেশে তাড়িত তুর্ব্বশ ও যদুকে সুন্দর পথ দিয়া আনিয়াছেন সেই যুবা ইন্দ্র আমাদিগের সখা হউন। ৩। হে ইন্দ্র, তুমি আমাদিগের রক্ষণার্থ চারিদিক হইতে অস্ত্রনিচয়ের সৃষ্টি করিয়াছ। মূর (সর্ব্বত্র মরণশীল) রাক্ষসেরা যেন রাত্রে আমাদিগের নিকটে নাহি আইসে আর যদ্যপি আগত হয়, তাহা হইলে যেন আমরা তোমার সহায়ে তাহাদিগকে বিনাশ করি। ৪। হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের রক্ষার্থ সম্ভজনীয় সমান শত্রুজয়শীল, সদাসহ (সদাই শত্রুর অভিভবহেতু) ও অতিবর্ষীয়ান্ ধন আমাদিগকে আহরণ করিয়া দাও। ৫। আমরা প্রভূত ধনহেতু ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। যুজ (সহকারী) ও বৃত্রবধার্থ বজ্রধর ইন্দ্রকে অত্যল্পমাত্র ধনের জন্য আহ্বান করিতেছি। ৬। ইন্দ্র কদ্রু-সংস্কৃত সোমপান করিয়া সহস্রবাহু (শত্রুবিশেষ)কে বধ করিয়াছেন। তৎকালে তাঁহার বীর্য্য সর্ব্বতঃ দেদীপ্যমান হইয়াছিল। ৭। হে কামবর্ষী ইন্দ্র, আমরা তোমার অভিলাষী তোমাকে বার বার প্রকৃষ্টরূপে স্তব করিতেছি। হে বসু, তুমি আমাদের এই সকল স্তব শ্রবণ কর। ৮। যে সকল ঋষি অগ্নিকে সম্যক্ প্রদীপ্ত করিতেছেন। যাঁহাদের নিরত-তরুণ ইন্দ্র সখা, তাঁহারা যথাক্রমে কুশাসন পাইতেছেন। ৯। হে ইন্দ্র, তুমি দ্বেষিগণকে বিদারণ এবং তাহাদের যুদ্ধনিচয়ও নষ্ট কর। অনন্তর তাহাদের অভিলষিত ধন আমাদিগের জন্য আহরণ কর। ১০।

এই সকল মরুদ্গণের হস্তস্থ কশানিচয় যাহা বলিতেছে

তাহা আমি এখানে থাকিয়াই শুনিতেছি। সেই ধ্বনি সংগ্রামে তাঁহাদের বিবিধ শৌর্য্যকে সবিশেষ অলঙ্কৃত করে। ১। হে ইন্দ্র, মনুষ্যেরা যেরূপ পাশহস্তে গো-অজাদি পশুবৃন্দকে আনন্দের সহিত নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ আমাদিগের সখাগণ সোম সংস্কর্ত্তা হইয়া তোমাকে আনন্দসহকারে দেখিতেছেন।২। যেরূপ গতিশীল নদীসমূহ সমুদ্রকে স্বভাবতঃ নমস্কার করে তদ্রূপ প্রজাগণ স্বকীয় শত্রুর প্রতি ইন্দ্রের কোপোৎপাদনার্থ নিবিষ্টমনা হইয়া নমস্কার করিতেছে। ৩। হে দেবগণ, তোমরা স্ব স্ব তেজোদ্বারা সর্ব্বতঃ দেদীপ্যমান। কামফল-দাতা তোমাদেরই সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত ও প্রশংসনীয় লোকপালন কার্য্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা আপনাদের রক্ষার জন্য তাহা প্রার্থনা করিতেছি। ৪। হে ব্রহ্মণস্পতি তুমি সোমাভিষব-কারিকে (আমাদিগকে) ঔশিজ কক্ষীবনের ন্যায় দেবগণ মধ্যে খ্যাতাপন্ন কর। ৫। যিনি বৃত্রঘ্ন, ভূর্য্যাসুতি (যাঁহার উদ্দেশে সোম বহুস্থানে সংস্কৃত হয়) ও বোধন্মনা (অন্তর্যামী), তিনি আমাদিগের বোধন্মনা হউন। সংগ্রামে আমাদিগের আশীর্ব্বাদ (স্তুতি) শ্রবণ করুন। ৬। হে সবিতৃদেব, অদ্য আমাদিগের প্রজা (পুত্রপৌত্রাদি) রূপী সৌভাগ্য (ধন) প্রেরণ করুন। দুঃস্বপ্ন (দারিদ্র্য দুঃখ) দূর করুন। ৭। বৃষভ (কামফলবর্ষী) যুবা, প্রবৃদ্ধগ্রীব, অনানত ইন্দ্র কোথায়—ইহা কে জানে। কোন্ ব্রহ্মাই (স্তোতা) বা তাঁহার পূজা করিতেছেন। ৮। গিরি-প্রান্ত ও নদীসঙ্গমে ক্রিয়মাণ স্তুতিদ্বারা বিপ্র (মেধাবী) ইন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ৯। মানবগণ মধ্যে সম্যক প্রদীপ্ত স্তুতিবাক্যে স্তুত্য শত্রুনাশক মংহিষ্ঠ (দাতৃতম) নেতা ইন্দ্রকে প্রকৃষ্টরূপে স্তবকর। ১০।

শিপ্রী (সুশিরস্থাণ কিংবা শোভনহনু) ইন্দ্র প্রহোর্ত্রী (দেবগণের সুহোতা) সুদক্ষ ঋষির যবাশির (যবসংপৃক্ত) ইন্দু (ক্ষরণশীল) অন্ধস্ (সোমলক্ষণ অন্ন) পান করিয়াছেন। ১। হে পুরুবসু (বহুধন বা বহুযজ্ঞবান) ইন্দ্র আমাদিগের স্তুতিনিচয় তোমা প্রতি গোকুলস্থিত বৎসগণের প্রাপ্তির জন্য ধেনুগণের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে। ২। এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে ত্বষ্টার (সূর্য্যের) নিশায় অন্তর্হিত রশ্মি (সুষুম্না-নাম্নী আদিত্যরশ্মি) অবস্থিতি করে—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ৩। যখন বৃষভতম (অতিবর্ষক) ইন্দ্র গমনশীল মহা-বৃষ্টি আনয়ন করেন তখন পুষা তাঁহার সহায় হন। ৪। ধনবান মরুদ্গণের মাতা, সর্ব্বপূজ্যা, রথবৎ চলিষ্ণু মরুদ্গণের বাহিকা গো (পৃশ্নি) দেবী এখন অন্ন কামনায় সোমপান করিতেছেন। ৫। হে সোমপতি ইন্দ্র! তুমি শত অশ্ব লইয়া আমাদিগের যজ্ঞে এই অভিষুত সোমপানার্থ সত্বর আইস। তুমি আমাদিগের নিকট শীঘ্র আগমন কর। ৬। এই যজ্ঞে সপ্তসংখ্যক হোতা ইন্দ্রকে হবিঃদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া যাগ এবং স্ব স্ব তেজের সহিত বর্ত্তমান হইয়া তৎপ্রতি অবভৃথ জল প্রক্ষেপ করিয়াছিল ও তাহা আপনারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭। সত্যস্বরূপ, পালক ইন্দ্রের অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধিটী আমি গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমি সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান হইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। ৮। অন্নবান্ (আমরা) গোগণসাহিত্যে পুলকিত হইয়া থাকি। ইন্দ্র আমাদের সাহিত্যে পুলকিত হইলে, আমাদের সেই ধেনু-গন ক্ষীরাজ্যাদিধনে ধনী হইয়া, প্রভূত বলা হউক। ৯। দেব-গণের মধ্যে রথ্য, (রথে) আরূঢ় সোম ও সূর্য্য সকল প্রজা-জনশালী মানববৃন্দের সংস্কৃত হবিঃনিচয় জানিতে পারিয়াছেন। ১০

হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা বিশ্বাসাহ (শত্রুনাশক), শতক্রতু (বহুপ্রজ্ঞ বা বহুকর্ম্মা) মানবগণের প্রতি ধনদাতা সোমপায়ী ইন্দ্রকে ভালরূপে স্তব কর। ১। হে সখাগণ! তোমরা হর্য্যশ্ব, সোমপতি ইন্দ্রের উদ্দেশে এক্ষণে মদকর স্তোত্র গান কর। ২। হে ইন্দ্র! আমরা সকলই তোমাকে অভিলাষ করিয়াই সম-খ্যাতাপন্ন হইয়াছি তাই তোমার স্তুতিমাত্র প্রয়োজনে প্রয়োজন বান হইয়া তোমার স্তব করিতেছি। কণ্বগণ (কণ্ববংশীয় বিপ্র-গণ) স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করিতেছে। ৩। আমাদিগের স্তুতিনিচয় মদনশীল ইন্দ্রার্থ অভিষুত সোমের স্তব করুক। তদনন্তর স্তোতৃবৃন্দ অর্ক (সর্ব্বপূজ্য) সোমের অর্চ্চনা করুক। ৪। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য এই সোম আস্তীর্ণ কুশাসনে নিপূত (অভিষবাদি সংস্কারে সংস্কৃত) করিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণে তুমি এই সোমের সমীপে আগমন কর। তদনন্তর যেখানে ইহার রস আহুত হইতেছে তথায় যাও—তদনন্তর ইহা পান কর। ৫। লোকে গো-দোগ্ধা যেরূপ সুদুঘা গাভীকে প্রতিদিনই দোহানার্থ আহ্বান করে তদ্রূপ আমরাও স্বরক্ষার জন্য সুরূপ-গুণোপেত কর্ম্মবিধাতা ইন্দ্রকে প্রতিদিনই আহ্বান করিতেছি। ৬। হে বৃষভ! তোমাকে সোমসংস্কৃতের পর তাহা পানার্থ উৎসর্গ করিতেছি তুমি আসিয়া তৃপ্তিযোগ্য সেই সোমরস বিশেষরূপে পান কর। ৭। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য অভিষুত সোম চমস ও চমূসমূহে পরি-পূর্ণ আছে তুমি উহা নিশ্চয় পান করিবে (অন্যথা না হয়) হে দেব! তুমিই উহার স্রষ্টা অতএব উহা পান কর। ৮। সেই সেই কার্য্যের উপক্রম ও সেই সেই কর্ম্ম-নাশক সংগ্রামে আমরা বন্ধুরমত পরস্পরের প্রিয় হইয়া, রক্ষার জন্য সেই অতিশয় বলী ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। ৯। হে স্তোমবাহস-

সখাগণ তোমরা সত্বর এই কর্ম্মে আগমন কর—তদনন্তর ইন্দ্রকে চারিদিক হইতে আহ্বান কর। ১০।

হে ধনপতি! হে গীর্ব্বাণ (স্তুতিদ্বারা উপাস্য) ইন্দ্র! তুমি বল (ঋত্বিগাদি সমবেত সামর্থ্য) দ্বারা উপহিত (উপাধিভূত শরীরে বর্ত্তমান) আছ, অতএব তুমি আমাদিগের জলদ্বারা ক্রমশঃ সংস্কৃত এই সোম শীঘ্র পান কর। ১। ইন্দ্র মহান্ (মহাকায় অর্থাৎ ব্যাপক) ও নিজ গুণনিচয়দ্বারা প্রধানতম (তথাপি) যেন বজ্রী সততই ঐরূপ মহামহিমাশালী হউন এবং দ্যুলোকের মত ইঁহার সেনারূপী প্রভূত বল ক্রমশই হউক। ২। হে ইন্দ্র! তুমি মহাহস্তবান্, অতএব আমাদিগকে দ্যুমান্ (প্রশংসনীয়) চিত্র ও গ্রহণীয় ধনদানার্থ আপন দক্ষিণ হস্তদ্বারা আগ্রহে সংগ্রহ করিবে। ৩। সত্যসূনু, সৎপতি ও গোপতি ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা সম্যক্ অর্চ্চনা কর—যাহাতে তিনি জানিতে পারেন। ৪। সদা বৰ্দ্ধমান, চিত্র ও মিত্রভূত ইন্দ্র কিরূপ তর্পণদ্বারা প্রজ্ঞাসহিত অনুষ্ঠিয়মান শচিষ্ঠ কোন কর্ম্মদ্বারাই বা আমাদের সম্মুখীন হইবেন। ৫। তোমরা আপনাদিগের রক্ষার জন্য সর্ব্বস্তোতৃগণদ্বারা বিস্তারিতরূপে স্তুত সত্রাসহ (বহুজনজেতা) ইন্দ্রকে স্তোত্রাবলীদ্বারা সুনিশ্চয়ই আনয়ন করিবে। ৬। অদ্ভুত ইন্দ্রপ্রিয়, কাম্য, (কমনীয়) ও সনি (ধনদ) সদসস্পতিকে ইন্দ্রের অনুগ্রহলাভাশয়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৭। হে ইন্দ্র! দ্যুলোকের অধ হইতে ধাবিত, যে পথনিচয়, যাহা দ্বারা তুমি সমস্ত বিশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই সকল পথনিচয় যজমানগণদ্বারা স্তুত হইক এবং তাহারা তবপ্রসাদে আমাদের নিবাস-স্থানসমূহও শ্রবণ করুন। ৮। হে শতক্রতু! তুমি আমাদিগকে ভাল ভাল সম্পাদন করিয়া দাও, অন্নরসও দাও। হে ইন্দ্র যদি তুমি

আমাদিগকে সুখী করিতে অভিলাষী হইয়া থাক তাহা হইলে ধন দাও। ৯। এই পুরোবর্ত্তী সোম মরুদগণের জন্য সংস্কৃত হইয়া রহিয়াছে, অতএব সেই সকল স্বপ্রকাশশীল মরুদগণও অশ্বিনীযুগল প্রাতঃকালে পান করিতেছেন। ১০।

অপঃকর্ম্মাভিলাষিণী ইন্দ্রমাতাগণ অনেক স্তুতি করিয়া ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাইয়াই সেই যজ্ঞজাত ইন্দ্রের উপাসনা করিতেছেন এবং তাহা হইতে সুবীর্য্য-ধন ভাগিনী হইতেছেন। ১। হে দেবগণ! আমরা তোমাদের উদ্দেশে কোনরূপ হিংসা করি না, কিংবা অন্যায়াচারণদ্বারা তোমাদিগকে মোহিত করি না। প্রত্যুত মন্ত্রস্পৃহনীয় বিধিবিহিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেছি। ২। হে বৃহদ্গায়ক! হে দীপ্তগমন! হে আথর্ব্বণ! যে কিছু দোষ আসিতেছে, তুমি তাহার পরিহারের জন্য সবিতৃদেবের স্তব কর। ৩। সর্ব্বজনগণ-প্রীতি-নিদান অপূর্ব্ব এই উষাদেবতা এখন দ্যুলোক হইতে আগমন-করত পৃথিবীস্থ তাবৎ অন্ধকার বিনষ্ট করিতেছেন। হে অশ্বিনী-যুগল! তোমরা যাহাতে স্তুতির সহিত মহৎ হও তদ্রূপ তোমাদের স্তব করিতেছি। ৪। অপ্রতিকূল ইন্দ্র দধীচের অস্থিসমূহদ্বারা নবনবতিসংখ্য বৃত্রগণকে নষ্ট করিয়াছিলেন। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি এই যজ্ঞে আইস। আসিয়া সোমরসরূপী সমস্ত পেয় বস্তুদ্বারা হৃষ্ট হও। অনন্তর তুমি স্ববলদ্বারা মহান হইয়া শত্রু-গণের অভিভবকারী হও। ৬। হে বৃত্রহা ইন্দ্র! তুমি আমাদের নিকট শীঘ্র আইস। ইন্দ্র! তুমি মহান্, মহা রক্ষা কার্য্য-নিচয়সহ আমাদের সমীপে আগমন কর। ৭। ইন্দ্রের সেই বল প্রদীপ্ত আছে, যদ্দ্বারা ইনি দ্যু ও ভূঃ এই উভয় লোকই চর্ম্মবৎ সুন্দররূপে ব্যাপিয়া আছেন। ৮। হে ইন্দ্র! তোমার

জন্ম সম্পাদিত এই দৃশ্যমান সোম কপোতের প্রস্থিতিপ্রাপ্তির ন্যায় সতত্‌ই প্রাপ্ত হইতেছে তজ্জন্য আমাদিগের স্তুতিবাক্যও পাইতেছে। ৯। বায়ু আমাদের হৃদয়ের শম্ভু (রোগোপশামক), ও ময়োভু (সুখদায়ক) ভেষজ প্রদান করুন এবং সেই সঙ্গে আমাদের আয়ুও ভালরূপে বাড়াইয়া দিউন। ১০।

প্রচেতাগণ যে যজমানের রক্ষক তাহাকে কেহ হিংসা করে না। ১। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে যেমন আমাদিগকে গাভী, অশ্ব, রথ ও পূজোপকরণ ধনসমূহ দিবে বলিয়া আমাদের যজ্ঞে আসিয়াছিলে, তদ্রূপ এখনও তুমি আগমন কর। ২। হে ইন্দ্র তদীয় সত্যস্বরূপ ও সত্যের বর্দ্ধয়িত্রী এই পৃশ্নি (প্রাষ্ট, নানা-বর্ণের গো) সকল ঘৃত (ক্ষরণশীল) আশির্‌ (পয়) ক্ষরাইতেছে।৩। হে পুরুনামন্‌! (বহুনামধারী), হে পুরুষ্টুত ইন্দ্র! তুমি আমাদের যজ্ঞে যখন সমুদয় সোমপাত্রেই আবির্ভূত হইলে, তখন আমরা এবংবিধ গোধনলাভেচ্ছাশালিনী বুদ্ধিযুক্ত হইয়াই উপস্থিত হইব। ৪। পাবকা (পবিত্রকারিণী), বাজিনীবতী (অন্নবৎ ক্রিয়াবতী) ও কর্ম্ম-প্রাপ্যধনদাত্রী সরস্বতী আমা-দিগের হবির্লক্ষণ অন্নদ্বারা এই যজ্ঞ কামনা করুন। ৫। নাহুষ-প্রজাগণের মধ্যে কে এমন আছেন যিনি এই ইন্দ্রকে সোম-দ্বারা তৃপ্ত করেন। সেই অপরিতৃপ্ত ইন্দ্র আমাদের যজ্ঞে তৃপ্তিলাভ করিয়া আমাদিগকে প্রভুত ধনদান করুন। ৬। হে ইন্দ্র! আইস। উপবেশন কর। ৭। মিত্র অর্য্যমা ও বরুণ এই ত্রিবিধ নামধেয় ইন্দ্রদেবের দুরাধর্ষ তেজ আমাদের সম্যক্‌ রক্ষক হউক। ৮। হে পুরুবসু! হে প্রণেত! হে হবির্বৃন্দের অধিষ্ঠাতা! হে ইন্দ্র! আমরা তোমার আত্মীয় হইতেছি। ৯।

তৃতীয় প্রপাঠক।

হে ইন্দ্র! তোমাকে সোম সকল সম্যক মত্ত করুক। হে বজ্রিন্! তুমি আমাদিগকে ধন দাও এবং ব্রহ্মদ্বেষীকে বিদীর্ণ কর। ১। হে গির্ব্বণ! তুমি মদকর সোমধারায় সিক্তিত হইতেছ। অতএব আমাদের এই সুত (অভিষুত) সোমপান কর। হে ইন্দ্র! তোমাদ্বারা শোধিত যশ আমাদের হইতেছে। ২। ইন্দ্র তোমাদের সমীপে পুনঃ পুনঃ পরিচর্য্যা-করতঃ তোমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ সদা আমন্ত্রণ করিতেছেন। অতএব এই ইন্দ্র আমাদিগের প্রকৃত শূর।৩। হে ইন্দ্র! অস্মদাদি প্রদত্ত এই সোমনদী প্রবহমান নদীর ন্যায় তোমাতে আবিষ্ট হউক। হে ইন্দ্র! তোমাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।৪। উদগাতারা বৃহৎ সামগানদ্বারা, অর্কিণ (অর্চনহেতুভূত মন্ত্রোপেত) হোতাগণ অর্ক (স্তুতিরূপি মন্ত্র) সমূহদ্বারা এবং অবশিষ্ট হোতাগণ যজুরূপি বাক্যনিচয় দ্বারা ইন্দ্রের স্তব করিতেছেন। ৫। ইন্দ্র এইরূপে অর্চিত হইয়া আমাদিগের অন্নলাভের জন্য ধনদ মহান্ ঋভু নামক দেবতাকে যেন দান করেন এবং এইরূপে বাজী (ইন্দ্র) আমাদিগকে বাজিপুরুষকেও যেন প্রদান করেন। ৬। ইন্দ্র মহাভয় শীঘ্র দূর করেন ও তাহা হইতে আমাদিগকে প্রচ্যুত করিয়া দেন যেহেতু তিনি স্থির ও সমস্ত বিশ্বের দ্রষ্টা। ৭। হে গির্ব্বণ! তদীয় সোম-নিচয় অভিষুত হইলে, ধেনু সকল যেমন স্ব স্ব বৎসকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমাদের স্তুতিসমূহ তোমাকে পাইতেছে। ৮। অদ্য আমরা পরস্পর বন্ধুত্ব ও অন্নলাভের নিমিত্ত ইন্দ্র ও পুষাকে আহ্বান করিতেছি। ৯। হে বৃত্র ইন্দ্র! ত্বদীয় ...

তোমাহইতে উৎকৃষ্টতর এবং প্রশস্ততর (ব্যাপক)ও কেহ নাই। ইহলোকে তোমার তুল্য কেহ প্রসিদ্ধ হইতেছে না। ১০।

তোমাদের জন (পুত্রপৌত্র ও আত্মীয়)গণের তরুণি (তারক), জদ (শত্রুমর্দ্দন), গোমান (গো অজাদি পশুমান্) ও বাজপতি ইন্দ্রকে আমি সমান (সর্ব্বসাধারণ)রূপে প্রশংসা করিতেছি।১। হে ইন্দ্র! তুমি বৃষভ ও পতি, এজন্য আমি স্বদীয় স্তুতিসমূহের সৃষ্টি করিয়াছি। তুমি স্বর্গে থাকিলেও সে সকল স্তুতিবাক্যাবলী উর্দ্ধে যাইয়া তোমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমিও সেই স্তুতি-নিচয়কে সাদরে গ্রহণ কর। ২। অদ্রোহকারী মরুদ্‌গণ যাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন, অদ্রোহকারী অর্য্যামা ও মিত্র দেব যাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন সেই মর্ত্ত্য (মনুষ্য) সুযজ্ঞ (শোভনযাগসম্পন্ন) হইতেছে। ৩। হে ইন্দ্র! যে ধন তোমার নিকট দৃঢ়রূপে বিন্যস্ত আছে, যাহা পর্ব্বতাদি অচল স্থানে বিন্যস্ত, যাহা অত্যজ্য স্থানে বিন্যস্ত, আর যাহা তোমার কাছে সর্ব্বসাধারণের স্পৃহনীয় হইয়া বিন্যস্ত রহিয়াছে, হে দেব তাহা তুমি আমার নিমিত্ত সংগ্রহ কর। ৪। তোমাদের যজমানবৃন্দের মহাধনলাভ নিমিত্ত আমি সেই প্রখ্যাত অতিবেগশীল বৃত্রঘ্ন ইন্দ্রকে স্তুতিবাক্য-নিচয়ে পরিতুষ্ট করিয়া তোমাদিগকে প্রদান করি। ৫। হে শূর! হে ইন্দ্র! আমি তোমার শ্রবণীয় কীর্ত্তি শ্রবণার্থ প্রকৃতরূপে প্রবৃত্ত হইব। হে শক্র! আমি তজ্জন্য তবসদৃশ উৎকর্ষ লাভ করিব। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাতঃকালে ভৃষ্টযব করম্ভ ও অপূপ মিশ্রিত প্রশংসনীয় সোম সেবন কর। ৭। ইন্দ্র যখন তুমি স্পর্দ্ধান্বিত আসুরি সেনানিচয় জয় কর তখন অবশিষ্ট নমুচির উদক ফেণাদ্বারাই শিরচ্ছেদ কর। ৮। হে ইন্দ্র! এই সোম সকল তোমারই নিমিত্ত সংস্কৃত হইয়া রহিয়াছে এবং

যে সকল ইহার পরে সংস্কৃত হইবে তাহাও তোমার জন্ম হে প্রভূত ধনশালিন্! তুমি সেই সকল সংস্কৃত ও অভিযোক্তব্য সোমের আশায় এখন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ৯। হে বিভাবসু! তোমার জন্ম সোমনিচয় অভিযুত হইয়াছে এবং দর্ভাসনও প্রসারিত আছে। অতএব হে ইন্দ্র তুমি দর্ভাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সোমসমুদয় পান করিয়া স্তোতৃবৃন্দের প্রতি দয়া কর। ১০।

তোমাদের মংহিষ্ট (অতিশয় মহান্) শতক্রতু ইন্দ্রকে আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া ক্রিবির (আকৃষ্টক্ষেত্র) ন্যায় সোম-ধারায় একেবারে অভিষিঞ্চিত করিতেছি। ১। হে ইন্দ্র! তুমি অন্তরীক্ষ হইতে শত বল ও সহস্র বলের সহিত অন্নরস-যুক্ত হইয়া আমাদিগের সমীপে আইস। ২। জাতমাত্র বৃত্রহা নিজ ইষু (বজ্র) গ্রহণ এবং জননীকে "স্বকীয় সামর্থ্যপ্রভাবে বিশ্রুত কে এবং অত্যুগ্রইবা কে" জিজ্ঞাসা করিলেন। লোক রক্ষার্থ প্রসারিত বাহু ও লোকপালনার্থ ধনদ মহৎস্তোত্র-স্তুত্য ইন্দ্রদেবকে আমরা আহ্বান করিতেছি। ৪। নেতব্য উত্তমস্থানজ্ঞাতা মিত্র ও বরুণদেব আমাদিগকে সরল বাক্যদ্বারা সেই স্থানে লইয়া যাওয়া অভিমত ফলদান করাইতেছেন। ৫। যিনি দূরে থাকিয়াও নিকটে বিদ্যমানা সেই অরুণরূপিণী উষা-দেবী যখন স্বীয়া বর্ণপ্রভার বিস্তার করিলেন তখন সেই সঙ্গে সঙ্গেই আপন কান্তিও বহুপ্রকারে বিস্তার করিলেন। ৬। হে সুকর্ম্মা মিত্রাবরুণদ্বয়! তোমরা আমাদিগের গব্যূতি (গোমাল)টী ক্ষরণ সাধন দুগ্ধদ্বারা সম্যক সিক্তি কর এবং আমাদের পারলৌকিক আবাসও এইরূপ মধুর রসে আপ্লুত কর। ৭। বাক্যপ্রসূ প্রসিদ্ধ বায়ুদেবতারা

স্ব স্ব যজ্ঞাংশে অবস্থানপূর্ব্বক সম্যক জলসিঞ্চন করিতে। স্তব অনন্তর উহা পান করাইবার জন্ত চত্বারবকারিণী গোবৃন্দ যা কারী তাঁহার জানুর অভিমুখে থাকে এই মতে তাহাদিগকে ক্রূপ বিকীর্ণ সলিলাস্তিকে গমনার্থ প্রেরণা করিলেন। ৮। এই প্রতীয়মান জগতের উদ্দেশে ত্রিবিধ পাদ প্রক্ষেপ করেন ইহার পাংসুলপাদ্ স্থানে এই জগৎ সমুদয় সম্যক অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে। ৯।

হে ইন্দ্র! এখন আমি মন্থার সহিত সোম সংস্কৃত করিতেছি, তুমি শীঘ্র আইস। সোমাভিষবকারিকে পাঠাও এই যজমানের যজ্ঞাখ্য দান কার্য্যে অভিষুত সোম পান কর। ১। মহান্ প্রচেতা (প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন) ও দেব (দ্যুতিমান) ইন্দ্রোদ্দেশে প্রযুক্ত আমাদের কুৎসিত স্তুতি যাহাতে তৎসমীপে প্রশস্ত হয়, হে দেব! এরূপ অনুগ্রহ করুন। ইহাই এই যজমানের প্রবৃত্তি সাধন। ২। ইন্দ্র অগাতার শত্রু। ইনি হোতৃগণদ্বারা পঠ্যমান স্তোত্রশাস্ত্র প্রস্তোতা দ্বারা গীয়মান গাতব্য সাম জাত হইতেছেন। ৩। অন্নসমূহের মধ্যে যিনি বাজপতি, হরিবান্ (হরিনামক অশ্ববিশিষ্ট) ইন্দ্র হোতৃপ্রযুক্ত উক্থদ্বারা অতিশয় তৃপ্ত ও অভিষুত সোমসমূহের সখিবৎ প্রীতিকর হইতেছেন। ৪। হে ইন্দ্র! যেমন যুবজানির (যাঁহার জায়া যুবতী) ব্যক্তি অন্যাকর্ত্তৃক অনপহৃতচিত্ত হইয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত থাকেন, তদ্রূপ তুমিও অন্যকর্ত্তৃক দীয়মান হবিরূপ অন্নদ্বারা অনপহৃত হইয়া আমাদিগের এই অভিষুত সোমের নিকট আগমন কর। ৫। হে বসু! শ্মমা (কুল্যা কৃত্রিম সরিৎ) যেমন জল অবরোধ করে, তদ্রূপ তুমি আমাদের দীর্ঘকাল ব্যাপী অভিষুত সোমদ্দেশে আমাদিগকে বাতাপ্য (বায়ুদ্বারা

পতিত) উদক দানার্থ অস্মৎপঠিত স্তোত্রের অভিলাষী
ব তুমি কবে আমাদের চিত্তকুণ্যা অবরোধ করিবে?
এমন দিন হবে? ৬। হে ইন্দ্র! তুমি ব্রাহ্মণাচ্ছংসির
স্থানঋত্বিকবিশেষ) পাত্রে সোম গ্রহণ করিয়া ঋতুগণকে
ন করাইয়া আপনি পান কর, যেহেতু ঋতুর সহিত তোমার
ধা অবিচ্ছিন্ন। ৭। হে গির্ব্বণ! তোমারও আমারা স্তোতা
ইতেছি। হে সোমপ! তুমি আমাদিগকে প্রসন্ন কর। ৮। হে
ন্দ্র! তুমি এই যাগক্রিয়া সম্পৃক্ত আমাদের কোন না কোন
অঙ্গে বলাধান কর। হে উগ্র! তুমি দ্বাদশাহাদি সত্রদ্বারা বশীভূত
হইয়া আমাদিগকে পৌংস্য(পুরুষগণের হিতকর) ফল দান
কর। ৯। হে ইন্দ্র! তুমি যে বীর নাশনে অভিলাষী ইহা
প্রসিদ্ধ আছে, অতএব তুমিই আমাদের অবশ্য আরাধ্য। ১০।

হে শূর! হে ইন্দ্র! তুমি এই (স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক)জগতের
ঈশ্বর। তুমি সর্ব্বদ্রষ্টা, তোমাকে অদুগ্ধা গাভীগণের ন্যায়
আমরা পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ১। হে ইন্দ্র! আমরা
(স্তোতব্য) অন্ন সম্ভজনার্থ ডাকিতেছি। হে ইন্দ্র! তুমি
সৎপতি, তোমাকে অন্যান্য নেতৃগণ বৃত্রজয়ার্থ ডাকিতেছে।
অশ্বগণ সংগ্রামে আক্রমণপূর্ব্বক যেমন অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ
যুদ্ধকারীগণ তোমাকেই ডাকিতেছে, অতএব আমরাও ডাকি-
তেছি। ২। যে পুরুবসু মঘবা স্তোতৃগণকে সহস্র (পশ্বাদি
বহু)ধনদ্বারা শিক্ষা দিতেছেন, সেই ইন্দ্র যাহাতে আমাদিগের
বিজয়ী হন, হে ঋত্বিকগণ! তোমরা শোভন ধনশালী ইন্দ্রকে
তদ্রূপ উৎকৃষ্টরূপে অর্চ্চনা কর। ৩। হে ঋত্বিক যজমানবৃন্দ!
রম্য (দর্শনীয়), ঋতীষহ (শত্রুজেতা), বসু (দুঃখনাশক), সোম-
লক্ষণ অন্নপানে মোদমান (হর্ষান্বিত) ইন্দ্রকে এই যজ্ঞগৃহে নম-

প্রহৃত গাভীর বৎসোদ্দেশে রব করার মত, স্তুতিবাক্যদ্বারা স্তব করি। ৪। হে ঋত্বিকগণ! যেমন কুটুম্বপোষক স্বজন হিতকারী জনকে তদীয় পুত্রপৌত্রাদিগণ নিজ হিতার্থ আহ্বান করে, তদ্রূপ বিঘ্নযুক্ত তোমরা আত্মরক্ষার্থ এই অভিযুত সোমযাগে বৃহৎ সামগানে বেগগমনশীল অশ্বগণযুক্ত ধনবেদক ইন্দ্রকে অর্চনা কর। ৫। যুদ্ধকার্য্যে ত্বরান্বিত ব্যক্তিই পুরুষ। তিনি আপন সহায়ভূত মহৎ বুদ্ধিবলে অন্নলাভ করেন। হে যজমানগণ! বর্দ্ধক যেমন দারুনেমীকে আনত করে তদ্রূপ আমিও সেই বহ্বাহুত ইন্দ্রকে স্তুতিবাক্যদ্বারা আনয়ন করিতেছি। ৬। হে ইন্দ্র! তুমি এই সুস্বাদু গো-বিকারবিশিষ্ট অভিযুত সোম পান কর। মত্ত হও। এই সমাজ্য (সোমপানে মত্ত সমবেত দেবান্বিত) যজ্ঞে, বন্ধু হইয়া তুমি আমাদের উন্নতির জন্য প্রবুদ্ধ হও, তোমার অনুগ্রহ বুদ্ধিনিচয় যেন আমা-দিগকে রক্ষা করে। ৭। হে ইন্দ্র! তুমি নিশ্চয়ই সামর্থদাতা, অতএব আমাকে ধনদানার্থ এখানে আইস। আমি ক্রমপর আচারবান্, অতএব আমায় উপভোগ্য ধন দাও। মঘবা আমি হয়াভিলাষী আমায় অশ্ব দাও। ৮। হে মরুদ্গণ! বাশিষ্ঠ অতি জঘন্য হইলেও তোমাদের মধ্যে কাহাকেও বর্জ্জন করিয়া স্তব করিতেছে না। অদ্য আমাদের এই সোম অভিযুত হইলে সোমকামী মরুদ্গণ মিলিত হইয়া পান করুন। ৯। হে সখাগণ! তোমরা ইন্দ্রস্তোত্র ভিন্ন অপর কাহারও স্তোত্র উচ্চারণ করিও না। অন্য বিষয়ক স্তোত্রপাঠদ্বারা বৃথা সময়-ক্ষেপ করিও না। হে প্রস্তোতাগণ! সোম অভিযুত হইলে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া কেবল বৃষণোদ্দেশেই পুনঃ পুনঃ স্তব পাঠ কর। ১০।

'যিনি সদাবৃধ (সদাবর্দ্ধক), বিশ্বগূর্ত্ত (সর্ব্বস্তুত্য), ঋভুস (মহান্) বলদ্বারা অধৃষ্ট, ধৃষ্ট (শত্রুবিমর্দ্দন) ইন্দ্রকে যাগকর্ম্মদ্বারা (অনুকূল করিয়াছেন, তাঁহাকে হননাদি ব্যাপারদ্বারা কেহই আক্রমণ করিতে সমর্থ হইতেছে না ॥ ১ ॥ যে ইন্দ্র গ্রীবা হইতে রুধির নিঃসরণের পূর্ব্বেই অভিশ্রিয় (সন্ধিকারক দ্রব্য) বিনাও সন্ধি-স্থান সংযুক্ত করেন, অর্থাৎ পুরুবসু ইন্দ্র বিচ্ছিন্ন দ্রব্যের পুনঃ সংস্কর্তা। ২। হে ইন্দ্র! তোমার হিরণ্ময় রথে কেশী (সটা-সম্পন্ন) শতসহস্র ব্রহ্মযুক্ত অশ্বসমূহ বদ্ধ আছে তাহারা সোম পানাশায় তোমারে সত্বর এখানে আবহন করিয়া আসুক। ৩। হে ইন্দ্র: মাদয়িতা শিখীরোমসদৃশ রোমশ অশ্বগণের সহিত এখানে আইস। কেহ যেন পাশিবন্ধায় পথে রোধ না করে, এবং পান্থজন যেমন শীঘ্র (মরুদেশ) অতিক্রমপূর্ব্বক আইসে তদ্রূপ তুমি পথরোধকারীকে অতিক্রম করিয়া শীঘ্র আইস। ৪। হে বলবত্তম! তুমি সর্ব্বজ্ঞ দেব (দ্যোতমান্ হইয়া) এই মর্ত্ত্যগণকে প্রশংসা করিতেছ। হে মঘবা তোমাপেক্ষা আর কেহ আমা-দের মড়িতা (সুখদাতা) নাই। এ জন্য তোমার স্তব করি-তেছি। ৫। হে ইন্দ্র! তুমি শবসস্পতি (সর্ব্ববলের পতি) ঋজীষী (অপাচিত অভিষুত সোমবিশিষ্ট) এবং যজ্ঞে বলিসমূহ দর্শনে বহুসংখ্য শত্রু অপ্রতিগত হইয়া উপস্থিত আছে, তুমি তাহাদিগকে একাই, ও অনুত্ত (কাহারো দ্বারা প্রেরিত না) হইয়াই কেবল চর্ষণীধৃতি (মনুষ্যগণের প্রাণধারক) হইয়া সতত প্রহার করিতেছ সুতরাং তুমি যশস্বী হইতেছ। ৬ আমরা (যজ্ঞার্থ) দেবগণ প্রধান ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি আমরা যজ্ঞারম্ভ করিয়া ইন্দ্রকেই আহ্বান করিতেছি। আমরা যজ্ঞ সম্পাদনান্তর উপাসনাতৎপর হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি

এবং ধনলাভার্থ তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছি। ৭। হে পুরুবসু! আমার এই স্তুতিবাক্য তোমাকে বর্দ্ধন করুক। পাবকবর্ণ (অগ্নিসম তেজস্বী) পবিত্র বিদ্বানেরাও স্তোতৃসমূহদ্বারা এই রূপেই স্তব করিতেছে। ৮। হে ইন্দ্র যেমন সত্রাজিৎ (শত্রুজয়শীল) রথসমূহ [ধন লইয়া] বিশিষ্টরূপে রক্ষিত হইয়া সবেগে ঊর্দ্ধে আরোহণ করে, তদ্রূপ সেই প্রসিদ্ধ মধুর অপ্রগীত স্তুতি ও স্তোমসকল তোমার উদ্দেশে ঊর্দ্ধে প্রসৃত হইতেছে।৯। গৌর (সিংহ) যেমন তৃষার্ত্ত হইয়া উদকদ্বারা তৃষা উপশমার্থ নিস্তৃণ তড়াগ প্রদেশে গমন করে, তদ্রূপ হে ইন্দ্র! তোমারও এখন পিপাসা হইয়াছে, এদিকে আবার আমাদের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায় তুমি শীঘ্র আগমন কর। আসিয়া কণ্বপুত্রগণের (আমাদের) সহিত একত্র হইয়া বিদ্যমান সোমসমুদয় সুন্দররূপে পান কর। ১০।

হে শচীপতি (জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মের অধিপতি) ইন্দ্র! সকল রক্ষার সহিত অভিমত ফলদান কর। হে শূর! তুমি আমাদের ভাগ্যসদৃশ যশস্বী ও ধনলম্ভক, তোমার পরিচর্য্যা করি। ১। হে ইন্দ্র! তুমি সুখবান। তুমি অসুরগণের নিকট হইতে যে সকল উপভোগ্য ধননিচয় আহরণ করিয়াছ, মঘবা! এক্ষণে সে সকল ধনদ্বারা তোমার স্তোতৃগণকে বৃদ্ধিমান করুন এবং যে সকল যষ্টারা তোমার জন্য আসন পাতিয়া রাখিয়াছেন তাহাদিগকেও ঐ রূপে বৃদ্ধিমান কর। ২। হে ঋতাবসু (যজ্ঞধন, ঋত্বিক) তুমি মিত্র ও অর্য্যমার সেবার্হ এবং তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুসারি স্তোত্র পাঠ কর। বরুণদেব যজ্ঞগৃহে অবস্থিত হইলে তাঁহারাও ঐরূপ স্তোত্র পাঠ কর। রাজমান মিত্রাদি দেবগণের উক্ত রূপ স্তব কর। ৩। হে ইন্দ্র! সর্ব্ব দেবতারই পূর্ব্বে

সোম পান করিবেন বলিয়া, মনুষ্যগণ স্তোমদ্বারা তোমাই স্তব করে সমীচীন ঋভুরা (অঙ্গিরা পৌত্র-ঋভু, বিভু ও বাজ) ও সমস্বরে তোমার স্তব করিতেছে। রুদ্রগণ পুরাতন বলিয়া তোমার স্তব করিতেছেন।৪। হে মরুদগণ! তোমরা সেই মহান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্মপ্রাপক সামগান কর। বৃত্রহা শতক্রতু শতপর্ব্ব (বজ্র) দ্বারা বৃত্রকে হনন করুন।৫। হে মরুত (মিতভাষি স্তোতৃগণ) তোমরা ইন্দ্রার্থ বৃত্রনাশন বৃহৎ সামগান কর। ঋতাবৃধ (সত্যবর্দ্ধকগণ) দ্যোতমান ইন্দ্রের উদ্দেশে যে সামদ্বারা দেব (দ্যুতিশীল) জাগৃবি (সতত জাগরণশীল) জ্যোতি (সূর্য্য) কে উৎপন্ন করেন, সেই সামটী গান কর।৬। হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য যজ্ঞ আহরণ কর। পিতা যেমন পুত্রকে ধন প্রদান করেন, তদ্রূপ তুমিও আমাদিগকে ধন দান কর। হে পুরুহুত! এক্ষণে আমরা যজ্ঞে তোমা হইতে যেন প্রতিদিনই জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হই।৭।* হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। এই সধমাদ্য (যে যজ্ঞে দেবতারা একত্র সোমপান করিয়া মত্ত হন) যজ্ঞে সোম পানার্থ আইস। হে ইন্দ্র তুমি আমাদিগকে সযত্নে রক্ষা কর অথবা তুমি আমাদের রক্ষক, ও জ্ঞাতব্য কিংবা বন্ধু।৮। বৃত্রহা! আমরা যেমন জল প্রস্রবণে অভিষিক্ত হইয়া থাকি তদ্রূপ তোমাকে সোমধারায় অভিষিক্ত করিলাম। ঈদৃশ সোম প্রস্রবণে স্তোতারা তোমার জন্য দর্ভাসন পাতিয়া আরাধনা করিতেছেন।৯। হে ইন্দ্র তুমি নাহুষ প্রজাবৃন্দের মধ্যে যে বল ও ধন আছে কিংবা পঞ্চক্ষিতি

* হে সর্ব্বভূত প্রকাশক পরমাত্মন্, ইন্দ্র! পিতা যেমন পুত্রগণকে বিদ্যা বা ধনদান করে, সেইরূপ তুমিও আমাদিগকে আত্মবিষয়ক জ্ঞান দাও। হে পুরুহুত! জীব সকল (আমরা) যেন সর্ব্বজন প্রাপ্ত, পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া পর জ্যোতি (তৎসারূপ্য) সেবা করি। অর্থান্তর।

(ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ও নিষাদ কিংবা ম্লেচ্ছ) গণের যে দ্যুম্ন (ধন) আছে, সেই সমুদয় এবং তাহাদের সমুদয় বৃহৎ বৃহৎ বলসমূহ আমাদিগকে আহরণ করিয়া দাও। ১০।

হে উগ্র! তুমি প্রকৃতই কামসমূহের বর্ষক। সোম-রসাভিষোতাগণকর্ত্তৃক আহূত হইয়া আমাদিগের রক্ষক হও। তুমি নিশ্চয়ই বৃষা (বর্ষক, সেচক) হইয়া শুনিতেছ। তুমি দূরে কি নিকট সকল স্থানে থাকিয়াও আমাদের কামফল-বর্ষক ইহা আমারা আবহমানকালই শুনিয়া আসিতেছি। ১। হে শক্র! তুমি যখন দূরে (দ্যুলোকে) অবস্থিত আছ, হে বৃত্রহা! তুমি যখন তাহার নিম্নে তদপেক্ষা সমীপপ্রদেশে (অন্তরীক্ষে) অবস্থিত কর, হে ইন্দ্র! তখন সুতবান্ (সোমা-ভিষবকারী) যজমান দ্যুলোক গমনশীল কেশীবৎ বাক্য-সমূহদ্বারা তোমাকে নিজ যজ্ঞে আনাইতেছে। ২। হে উদ্গাতা-গণ! তোমরা স্ব স্ব হিতের জন্য সোমের সংস্কার সম্পন্ন হইলে বীর, শত্রুনতকারী, বিশিষ্টপ্রজ্ঞ, শ্রুতা (সর্ব্বত্র স্তুত) শক্তিমান ইন্দ্রকে মহৎ স্তুতিদ্বারা স্তব কর। ৩। ইন্দ্র তুমি আমাদিগের রক্ষণার্থে হবির্দানশালী যজমানবৃন্দের নিকট হইতে ত্রিধাতু (ত্রিবিধ অঙ্গন বা অবস্থাবিশিষ্ট) দুঃখবারক ও আবরণবিশিষ্ট একটি গৃহ লইয়া আমায় দান কর। এবং আমাদের কল্যাণের জন্য বিপক্ষপ্রেরিত দ্যোতমান আয়ুধও ইহাদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া দাও। ৪। অস্মদীয় জননিচয়! সূর্য্যসমাশ্রিত রশ্মিসমূহ যেমন তাঁহাকেই ভজনা করে, তদ্রূপ তোমরাও ইন্দ্রের সকল ধনই ভোগ কর। যিনি জাত, জায়মান ও জনিষ্যমান ধনের পিত্র্য-ভাগের ন্যায় বলদ্বারা ভাগ করেন, অতএব আমরা সেই ধননিচয়

লইলাম *। ৫। দীর্ঘজীবী! সেই অদেব (দেবরহিত), মর্ত্ত (মনুষ্য) সেই প্রসিদ্ধ অন্ন পাইতেছে না। যে তোমার অভিমত দেশাগমনার্হ বিচিত্রবর্ণ হরিদ্বয়কে যজ্ঞভূমিতে যাইবার জন্য স্বীয় রথে সংযোজনা করিতেছে, এমন কি ইংস্বয়ই সে ইন্দ্র হইয়াছে এবং অশ্বযুগলকে আপনার জ্ঞানে রথে যোজিত করিতেছে। সে কখন তোমার স্তব করিতেছে না এবং কখন তোমায় পাইতেছে না। ৬। হে স্তোতৃগণ, তোমরা নিখিল অসুর যুদ্ধে হব্য ইন্দ্র উদ্দেশে আমাদের যজ্ঞে স্তোত্রসমূহ পাঠ কর। হে বৃত্রহা! হে পরমজ্যা! হে ঋচীষমা (স্তুতিদ্বারা অভিমুখী) তুমি ঐ সমুদয় স্তোত্র অলঙ্কৃত কর। ৭। হে ইন্দ্র! তুমিই অবম (ত্রপুসীসাদিক ভৌম) ধন রক্ষা করিতেছ। তুমিই মধ্যম (রজত হিরণ্যাদি অথবা আন্তরিক্ষ) ধন রক্ষা করিতেছ। এবং তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট (মণিমাণিক্যাদিক অথবা দিব্য) ধনেরই ঈশ্বর—ইহাও সত্য আর গৌ (পৃথিবী) সমূহ আমাদের নিমিত্তভূত থাকায় কেহ তোমায় আসিতে বারণ করে না। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে কোথায় গিয়াছিলে, অধুনাইবা কোথায় আছ। তোমার মন বহু স্থানে সঞ্চরণ করিতেছে। হে রণকৃশন, হে খজকৃৎ (যুদ্ধকর্ত্তা) হে পুরন্দর! আইস। গানকুশল স্তোতৃবৃন্দ, তোমারই গান করিতেছেন। ৯। আমরা এই বজ্রীকে

---

* যেরূপ মার্ত্তণ্ডাশ্রিত ময়ূখনিচয় সূর্য্যসন্নিধানেই বর্ত্তমান আছে তদ্রূপ ইন্দ্রাশ্রিত মরুদ্গণও ধনসমূহের বিভাগেচ্ছু হইয়া তাঁহারই সন্নিহিত হইতেছেন, তাঁহারা সমীপস্থ হইয়া উৎপন্ন উৎপদ্যমান ও উৎপৎস্যমান জনগণের নিমিত্ত উদক-ধননিচয় স্ববলদ্বারা বিভক্ত করিতেছেন। তন্মধ্যে আমাদের প্রাপ্য যে অংশটি অধুনা আমরাও অনুধান করিতেছি।—অর্থান্তর।

জন্য এই স্থানে বর্দ্ধিত করিয়াছি, অদ্যও করিব, তাই বলিতেছি, এই সকল অভিষুত সোম আহরণ কর। অধ্বর্য্যু! অধুনা তুমি যাজ্ঞিক জন্য সেই সোমামৃত ভূষিত করিবে। ১০।

যিনি সর্ব্ব পৃতনার তারক, সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান ও বৃত্রঘাতক, আমি সেই প্রশস্ত অতি মহাভাগ ইন্দ্রের স্তব করিতেছি। ১। ইন্দ্র অ মরা যাহা হইতে ভীত, আমাদিগকে তাহাহইতে নির্ভয় কর। হে মঘবা! তুমি অভয় করিতে সমর্থ, তোমারই রক্ষার জন্য প্রার্থনা করি যে, আমাদিগের দ্বেষীগণকে এবং হিংসক-বৃন্দকে নষ্ট কর। ২। হে বাস্তোপতি! স্থূণ (গৃহাধারভূত স্তম্ভ) স্থির থাকুক। সোম সম্পাদিত দেহের সমুদয় বল আমাদের রক্ষক হউক এবং দ্রপ্স (দ্রবণশীল) সোমবান ও বহুপুর বিদারক ইন্দ্র মুনিসমূহের (আমাদের) সখা হউন। ৩। হে ~~সূর্য্য! তুমি মহান্ (তেজঃসাধক), সত্য। আদিত্য! তুমি মহান্~~ (বলশালী) সত্য। বস্তুতঃ তুমি মহান্ বলিয়াই স্তোতারা তোমার স্তব করিতেছে, ইহাতে আর সংশয় নাই। ৪। হে ইন্দ্র! তোমার সখা নিশ্চয়ই বহু অশ্বশালী ও রথবান ও নিয়ত বহু গোমান এবং আশুপ্রাপ্তব্য শোভনধন-সম্ভোগকারী অন্ন দ্বারা সদা সমবেত হইতেছেন। সুতরাং তিনি চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বজন চিত্তরঞ্জন স্তুতিযুক্ত হইয়া মানবসমাজ লাভ করিতেছেন। ৫। হে দেবরাজ! তোমার পরিমাণ নিমিত্ত যদি নিখিল দ্যুলোক শতসংখ্য হয়, তাহাহইলেও তাহারা তোমার ব্যাপিতে পারে না (অর্থাৎ তুমি সর্ব্বব্যাপক) এবং ক্ষিতি-সকলও যদি শতসংখ্য হয়, তথাপি তাহারা তোমার প্রতিবিম্ব ধারণে অক্ষম। হে বজ্রিন্! তোমায় সহস্র সহস্র সূর্য্যও অনু-ভব করিতে অক্ষম—অধিক কি, তিনি পূর্ব্বোৎপন্ন হইয়াও

তোমাকে কিছুমাত্র ব্যাপিয়া উঠিতে অসক্ত এবং দ্যাবা পৃথিবীও তোমাকে ছাড়িয়া উঠিতে পারেন না। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক। ৬। হে ইন্দ্র, তুমি, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ও নিম্নদিকস্থ লোকগণদ্বারা যদিও স্ব স্ব কর্ম্মের জন্য আহূত হইতেছ, তথাপি তুমি রাজর্ষি আনবে (অনুপুত্র) তাঁহার স্তোতৃবৃন্দদ্বারা প্রেরিত হইয়া বহুরূপে অধিষ্ঠিত হইতেছ। হে প্রশর্দ্ধ! (প্রকৃষ্টরূপে শত্রুপরাভবকারী) তুমি ঐরূপ তুর্ব্বশ রাজার উপর, তদীয় স্তোতৃবৃন্দদ্বারা প্রেরিত হইয়া অধিষ্ঠিত হইতেছ।৭। হে বসু, হে দেবরাজ! কোন্ মর্ত্ত্য তোমায় অভিভব করিবে, হে মঘবা! যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তোমার জন্য হবিষ্মান্ হইয়া থাকিবে, সেই পার্য্যে (সৌর দিবসে) সর্ব্বসাধারণকে হবিলক্ষণ অন্নদান করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ৮। হে ইন্দ্রাগ্নি (বায়ু ও অগ্নি)! এই পাদহীনা উষা পাদযুক্ত সুপাদ প্রজাবৃন্দের উত্থানের পূর্ব্বে আসিয়া থাকেন এবং প্রাণীবৃন্দের মস্তক ত্যাগ করিয়া স্বয়ং অশিরস্ক হইয়াও তাহাদের বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বহুবিধ শব্দ করিয়া বিচরণ করিতেছেন ও ত্রিংশৎপাদ হইয়া ক্রমশঃ এক একটী দিবস অতিক্রমণ করিতেছেন। ৯। হে দেবরাজ! তুমি আমাদের পরিমিতপ্রজ্ঞ রক্ষানিচয়ের সহিত এই যজ্ঞে আইস। হে শন্তম! তুমি সন্তম (সুখতম) অভিমত বুদ্ধিসহ আসিবে। হে স্বাপি (বন্ধুভূত সুখপ্রদ) তুমি আমাদের অভিমত বন্ধুভূত সুখদায়িনী বুদ্ধির সহিত আসিবে।১০

হে অস্মদীয় জনগণ! তোমরা অজয়, প্রহেতা (শত্রুপ্রেরক) অপ্রেরিত, বেগবান্, শত্রুজেতা, হোতা (যজ্ঞে গমনশীল), রথীশ্রেষ্ঠ, অতূর্ত্ত (অহিংসিত) ও উদক-বর্দ্ধক ইন্দ্রকে স্ব স্ব রক্ষার জন্য পুরস্কৃত কর। ১। ইন্দ্র! তোমাকে যজমানগণ দূরে লইয়া

গিয়া নিয়ত কোন কার্য্যে আবদ্ধ রাখে না। অতএব তুমি দূরে থাকিয়াও আমাদের যজ্ঞে আগমন কর। ফলতঃ তুমি যেখানেই থাক না কেন, আমাদের স্তোত্রসমূহ সম্যক্ শ্রবণ কর।২। হে অস্মদীয় জনগণ! তোমার বজ্রধারী সোমপাতা ইন্দ্রোদ্দেশে সোম সংস্কৃত কর। লোকে তাঁহাকে তৃপ্তকরণার্থ পক্কব্য পুরোডাশাদি পাক করে, অতএব তোমরা তাঁহার প্রিয়কর কার্য্যনিচয় অবশ্য সম্পাদন করিবে। যেহেতু তিনি যজমানকে সুখিত করিয়াই হবিঃসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন।৩। যিনি সত্রাহা (মহাশত্রুহন্তা) ও বিশেষরূপে সকলের দর্শক সেই দেবরাজকে আমরা স্তুতিদ্বারা আহ্বান করিতেছি। হে ইন্দ্রমন্যু, হে তুবিনৃম্ণ (বহু ধন)। হে সৎপতি! সংগ্রামে আমাদের বর্দ্ধনার্থ আবির্ভূত হও।৪। হে শচীবসু, তোমরা শচী (যাগাদি কর্ম্ম) দ্বারা আমাদিগকে অহোরাত্র অভিমত বস্তু দিতেছ। তোমাদের দান কদাচ যেন উপক্ষীণ হয় না। আমাদেরও দান কখন উপক্ষীণ হয় না।৫। যে কোন সময়েই হউক, মর্ত্ত, স্তোতা যজমানার্থ স্তব করিবেক। অনন্তর আপনাদের বিশেষরূপে রক্ষাকারী স্তুতিদ্বারা বিবিধ কর্ম্মধারক বরুণদেবের বন্দনা করিবে *।৬। হে মেধ্যাতিথি, তুমি সেই ইন্দ্র যিনি স্বীয় হিরণ্ময় রথে হরিযুগলের যোজক, আমাদের হিতে রমণীয়, ও বজ্রী; তুমি এক্ষণে পীত সোমে মত্ত হইয়া আমাদের প্রজা (সন্ততি) গণকে রক্ষা কর।৭। স্তোত্র ও শস্ত্র রূপ এই উভয়বিধ বাক্য দেবরাজ আমাদের পুরোভাগে আনিয়া

---

* "মর্ত্তঃস্তোতা স্তুতিযোগ্য যে কোন সময়ে অভিমত ফলদাতা বরুণের প্রীত্যর্থে স্তুতি করিবেক। অনন্তর যজমানও স্বয়ং উক্তবিধ স্তুতিদ্বারা নমস্কার করিবেক"—সায়ণের অভিমত অর্থান্তর।

শ্রবণ করুন। [ঐরূপ শুনিয়া] আমাদের যজ্ঞপূজয়িত্রী ধীযুক্ত হইয়া, ধনবান ও মহাবল দেবরাজ সোমপানার্থ আসুন।৮। হে অদ্রিব (বজ্রবন্), বহুমূল্য পাইয়াও তোমাকে আমরা বিক্রয় করি না। হে দেবরাজ, হে বহুধন, অধিক কি তোমার সংস্র বা অযুত সংখ্যক শুল্কেও বিক্রয় করিতেছি না। প্রত্যুতঃ বহু হবির্দানদ্বারা তোমার সেবাই করিতেছি।৯। হে দেবরাজ, তুমি আমার জনকাপেক্ষা মহান্; দরিদ্রভ্রাতা হইতেও মহান্ হইতেছ। হে বসু, তুমি আমার মাতা ও তুমিই আমায় মহান্ করণার্থ ও ধনদানার্থ মাতাপিতার সমানহইয়া সর্ব্বজনের সমীপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছ।১০।

চতুর্থ প্রপাঠক।

হে দেবরাজ, দধ্যাশির (দধিমিশ্রিত) এই সোম তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে। সেই সকল সোম মদার্থ পানকারণ আপন অশ্বযুগলের সহিত এই যজ্ঞগৃহে আইস।১। হে ইন্দ্র, তোমার মদার্থ অভিমন্ত্রিত এই সোম দৃষ্ট হইতেছে, তুমি উহা অত্যধিক পান করিয়া আমাদের স্তুতিনিচয় সম্যক্‌রূপে শ্রবণ কর। হে গির্ব্বণ, অধুনা তুমি তোমার স্তোতাকে (আমাকে) অভীষ্ট দান কর।২। অদ্য সর্ব্বদুঘা (পয়োদোগ্ধ্রী) সুদুগ্ধা ও শ্যামত্রবেপন (প্রশস্ত বেগা) ধেনুরূপী এবং তদ্বিলক্ষণ উরুধারা (বহুদকধারারূপী) পর্য্যাপ্ত সুখদ বৃষ্টিরূপী দেবরাজকে শীঘ্র আহ্বান করিতেছি।৩। হে দেবরাজ, বৃহৎ পর্ব্বতসমূহ সর্ব্বতোভাবে সুদৃঢ় হইয়াও তাহার স্বীয় সামর্থ্যদ্বারা তোমার শক্তিরোধে অক্ষম, প্রত্যুত তাহারা তোমার স্তুতি করিয়া থাকে।৪।

তুমি মাদৃশ জনের স্তবে যে ধন শিক্ষা দিতেছ, তোমার দত্ত সেই এই জ্ঞানধন লাভার্থ আমার প্রতি কেহ দ্বেষ করে না। ৪। সোম অভিষুত হইলে, ঋত্বিকগণের সহিত সোমপানশীল ইন্দ্রকে জানিতে পারিতেছে? কিংবা যিনি অন্ন ধারণ করিয়াছেন। সেই শিপ্রী (শোভন হনু) ইন্দ্র সোমপানে মত্ত হইয়া বলপ্রকাশে অসুরপুর নষ্ট করিতেছেন, তাহাইবা কাহার বিদিত? ৫। হে দেবরাজ, তুমি শিক্ষনীয় শিক্ষক (যজ্ঞবিরোধিগণের শাসক) অতএব আমার যজ্ঞশালার চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান অরাতিগণকে দূর করিয়া দাও। হে মঘবান, তুমি বহু স্পৃহণীয় এই সোম বর্দ্ধিত করিয়া দাও। ৬। ত্বষ্টা আমাদের বাক্যনিচয় রক্ষা করুন। ব্রহ্মণস্পতি আমাদের বাণীসকল রক্ষা করুন। পুত্র ও ভ্রাতৃগণের সহিত বিদ্যমানা অদিতি আমাদের এই দুস্তর বাণীসমূহ রক্ষা করুন। ৭। হে দেবরাজ, তুমি কখনও আমাদের হিংসক হও না, প্রত্যুত হবির্দ্দাতা যজমানার্থে তুমি আমাদিগের অপেক্ষা করিতেছ। হে ধনবান্, দেবের প্রভূত যে দান তাহা আমাদিগের দ্বারা নিশ্চয়ই সম্পৃক্ত হইতেছে। ৮। হে বৃত্রহন্তম, তুমি অধুনা স্বীয় রথে অশ্ব-দ্বয়কে নিশ্চয়ই যোজনা করিবে। হে ধনবান্, তুমি বলিষ্ঠ হইতেছ, সুতরাং সোমপানকারণ আমাদিগের অভিমুখীন হইয়া দর্শনীয় মরুদ্গণের সহিত দ্যুলোক হইতে এখানে উপস্থিত হও। ৯। হে বজ্রী, হবির্ভরণশীল যজমানেরা গত কল্য ও অদ্যও তোমাকে সোমপান করাইয়াছেন। অদ্য তুমি তাহাদেরই আছ, অতএব এক্ষণে প্রার্থনা যে এই যজ্ঞে স্তোত্রবাহকগণের স্তোত্রগুলি শ্রবণ কর এবং তাহাদিগের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হও। ১০।

সূর্য্যতনয়া উষা তম নাশ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারে এইরূপে আসিতে সকলেই দেখিতেছে। ইনি আপন দর্শন দিয়া মংতম নৈশ অন্ধকার আবরণ করিতেছেন। সুতরাং ইনি জনসাধারণের সুনেত্রী হইয়া প্রকাশ বিধান করিতেছেন। ১। হে অশ্বিযুগল! হে উগ্রদ্বয়! এই দ্যুলোকস্থ প্রজাবৃন্দ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। হে শচীবসুদ্বয় (কর্ম্মধন) তোমাদিগকে তোমাদের তৃপ্তিবিধান বা আমাদিগের রক্ষার জন্য আমিও ঐরূপে আহ্বান করিতেছি। প্রসিদ্ধ আছে, যে তোমাদিগকে যাহারা আহ্বান করেন,-তাহাদিগের নিকট তুমি যাইয়া থাক। ২। হে অশ্বিযুগল! হে দেবযুগল! এই ভূমণ্ডলে এমন কে আছে যে তোমাদের প্রকাশক হয়। তোমাদের জন্য প্রস্তরনিচয়দ্বারা সোম কণ্ডন করিয়া যজমান ক্ষীয়মাণ হইলেও রাজা যেমন অভিমত অন্নপানে সমৃদ্ধ হন, তদ্রূপ ইনিও অভিমত লাভে সমৃদ্ধিশালী হইতেছেন। ৩। হে অশ্বিদ্বয়! দিবালোক-প্রাপ্ত্যর্থে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞে তোমাদের জন্য এই সোম অভিষুত হইয়াছে। তুমি আমাদের পূর্ব্বদিনের অভিযুত সোমপানে হবির্দাতা যজমানকে রমণীয় ধন দান কর। ৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের ভর্ত্তা ও সিংহসদৃশ ভীম পরাক্রম। হে দেব, আমরা সতত তোমার নিকট যাচ্ঞা করিয়া থাকি, বোধ হয় তজ্জন্য তোমার আমাদের প্রতি কোপ হইয়াছে। অধুনা সেই কোপটী আমরা স্তুতি ও সোম পানদ্বারা অপনীত করিতেছি। ফলত, এ ধরায় এমন কে আছে যে স্বীয় প্রভুর নিকট যাচ্ঞা না করে? তাই আমিও তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছি। ৫। হে অধ্বর্য্যু! সোম অভিষুত কর। যেহেতু ইন্দ্র উহা পানেচ্ছু হইয়াছেন, কারণ ত্বদীয় সারথি অশ্ব রথে

যুবা অশ্বযুগকে যোজনা করিয়াছে—অতএব বৃত্রঘ্ন অবশ্য সোম-পিপাসু হইয়া আসিয়াছেন।৬। হে জ্যেষ্ঠ ইন্দ্র! তুমি এই কনীয়ানের অভিলাষ আহরণ করিয়া দাও। হে মঘবন! তুমি আমাদের প্রত্যেক সংগ্রামেই বহুজন পূজ্য ও আহ্বনীয় হইতেছ।৭। হে ইন্দ্র! তুমি যাবতীয় ধনের ঈশ্বর, আমিও যেন এই যৎসামান্য ধনের নিয়ন্তা হই। হে রঁদাবসু (ধনদ), আমি ঐরূপ আমাদের স্তোতৃগণকে ধনদ্বারা যেন রক্ষা করি। তাহাদের পাপের জন্য উহা যেন কখন প্রদান না করি।৮। হে ইন্দ্র, তুমি সকল যুদ্ধেই সমুদায় স্পর্দ্ধাকারি-গণকে অভিভব করিতেছ। হে তূর্যা (শত্রুবাধক), তুমি দৈব অকল্যাণের হন্তা, তুমি আসুর অকল্যাণের জনক ও সমস্ত শত্রুবর্গের হিংসক এবং আমাদের বাধকগণের বাধক।৯। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের সদবস্থান হইতে পরিপর্য্যন্ত স্বীয় বলদ্বারা অত্যধিকরূপে বর্ত্তমান ও পার্থিব রজোলোক মহান হইয়াও তোমাকে ব্যাপ্ত করিতে অক্ষম, অতএব তুমি মহান্ হইয়া সমস্ত বিশ্ব অতিক্রমপূর্ব্বক আমাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর।১০।

সোম গব্যমিশ্রিত হইয়া অভিযুত হইয়াছে। এই ইন্দ্র এই অভিযুত সোমে স্বভাবতঃ সাগ্রহে সঙ্গত হন। হে হর্য্যশ্ব, তোমায় স্তোত্রদ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতেছি। তুমি মদকারণ আমাদের সোমসম্বন্ধীয় স্তোত্র জ্ঞাত হও।১। হে দেবরাজ, তোমার সদন (উপবেশন)-জন্য যোনি (স্থান) নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। হে পুরুহূত! তুমি নৃ (মরুদ্গণ) সহ সেই স্থানে আইস। তুমি যেমন আমাদের রক্ষক, তেমন আমাদের উন্নতির জন্য ধন দাও। আমাদিগের সোমদ্বারা আমাদিগকে

পরিতৃপ্ত কর। ২। হে দেবরাজ, তুমি উর্দ্ধেস্যন্দমান মেঘ বিদারণ করিয়াছ। তদন্তর উহার জল নির্গমন দ্বারনিচয় সুন্দররূপে সৃষ্টি করিয়াছ। অনন্তর তথা হইতে উদকবাগ মেঘবৃন্দকে বর্ষণ কর। হে দেবরাজ, তুমি যখন দানব (উদকদাতা মেঘ) গণকে অভিহত করিয়াছ, তুমি যখন মহান্ পর্ব্বত (পর্ব্বতাকার মেঘ)কে বিদারণ করিয়াছ, তখন তুমিই সেই সকল ছিদ্র হইতে জলধার সকল নিপাতিত করিয়াছ। ৩। হে দেবরাজ, অভিষুত সোমবান হইয়া আমরা তোমার স্তব করিতেছি। হে তুবিণৃমৃণ (বহুবলশালী) এক্ষণে আমরা তোমাকে চরুপুরোডাশাদি লক্ষণ অন্নদানপূর্ব্বক স্তব করিতেছি। অতএব আমাদিগকে সুবিত্ত (শোধন ধন) অর্থাৎ যাহা সকলেরই প্রিয় ও কমনীয়, আহরণ করিয়া দাও। আমরা তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তোমার প্রসাদে স্বয়ং যেন বিস্তৃত ধননিচয় প্রাপ্ত হই। ৪। হে ধনপাত, ধনকাম আমরা তোমার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিলাম। শূর, তোমায় গোপতি বলিয়া জানি অতএব আমাদিগকে চিত্র (পূজনীয়) ও বৃষণ (বর্ষক) ধন দান কর। ৫। যখন যুদ্ধে ভরণ-নিমিত্ত-ভূত সে সকল কার্য্য আচরিত হইতেছে তখন সংগ্রামনেতা ঋত্বিক্‌গণ যুদ্ধে ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। ইন্দ্র, তুমি শূর, তুমি মানববৃন্দের সম্ভজনীয়, অতএব আমাদের বল বা অন্ন কাম্যমান অবস্থায় আমাদিগকে গোমান্ গোষ্ঠের অধিকারী কর। ৬। প্রিয়মেধ (যজ্ঞপ্রিয়) গমনশীল সুপর্ণ, নাধমান (প্রজ্ঞাপ্রার্থ্যমান ঋষিবৃন্দ দেবরাজের সমীপস্থ হইয়াছেন। হে দেবরাজ, অন্ধকার পরিহার কর। সর্ব্বতঃ তেজোদ্বারা পূর্ণ কর। লোকে পাশবদ্ধ অপরাধীকে যেমন পাশমুক্ত করে তদ্রূপ তুমিও আমাদিগকে

মুক্ত কর। ৭। হে বেন, তুমি সুন্দর পতনশীল, তুমি অন্তরীক্ষে বিচরণশীল, তুমি হিরণ্ময় পক্ষ বরুণের দূত। আকাশে পক্ষিরূপে বিরাজমান ও জগতের (পোষক) তোমাকে স্তোতৃগণ, হৃদয়দ্বারা কামনা করিয়া আকাশে দেখিতেছে। ৮। বেন পূর্ব্বকালে উৎপন্ন অভিজ্ঞ ব্রহ্মণ শরীরকে অতিশয় কান্তিযুক্ত করিয়াছেন। সেই বেন অন্তরীক্ষকে ইহার শরীরের কান্তি-সদৃশ করিয়া বিশেষরূপে স্থাপন করিয়াছেন। অতএব এরূপে বিদ্যমান এবং অবিদ্যমানের উৎপত্তি-কারণকে নিষ্পাদিত করিতেছেন। ৯। স্তোতৃগণ মহৎ বীর, বলবান, সত্বর গমনশীল, বিশেষরূপে স্তুত্য, বজ্রহস্ত ও বৃদ্ধ দেবরাজের নিমিত্ত নূতন বহুল পরিমিত সুখসাধক স্তোত্র করিতেছে। ১০।

দ্রুতগামী দশ সহস্র অসুরসহ আগত কৃষ্ণ নামক অসুর অংশুমতী নদীতীরে অবস্থান করিতেছে। অনন্তর নিজ কর্ম্মদ্বারা জগতের ভয়জনক শব্দকারী সেই কৃষ্ণাসুরকে দেবরাজ মরুদ্গণের সহিত প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর নৃমণা (নর-প্রিয়) হইয়া সেই কৃষ্ণাসুর ও তাহার নরনাশিনী সেনাকে বধ করিয়াছিলেন। ১। হে দেবরাজ, যে বিশ্বদেবগণ তোমার মিত্র হইয়াছিলেন, তাহারা বৃত্রাসুরের শ্বাসে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়নপূর্ব্বক তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। অনন্তর তুমি এই সকল শত্রু সৈন্যগণকে নির্মূল করিয়াছ। হে দেবরাজ, মরুদ্গণের সহিত তোমার সখ্য হউক। ২। যুদ্ধাদিকারক সংগ্রামে বহুশত্রুবিদ্রাবক, তরুণ, নিগরণশীল দেবরাজের মহত্ত্বযুক্ত সামর্থ্য দেখ। যে অদ্য মরিতেছে সে কল্য বাঁচিবে। ৩। হে দেবরাজ, তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ, তুমি প্রাদুর্ভূত হইয়াই কৃষ্ণ ও বৃত্রপ্রভৃতি সপ্ত বলবানের শত্রু হইয়াছ এবং হে

দেবরাজ, তুমি সংবৃত দ্যাবাপৃথিবীকে পাইয়াছ ও মহত্ত্বযুক্ত ভুবনসকলকে ধারণ করিতেছ। ৪। হে দেবরাজ, তুমি পরিচরণেচ্ছু হইয়া আমাদিগকে শত্রুজেতা করিতেছ। অতএব যেমন মেড়ি (বৃষ্টি-প্রদায়িনী বাগ্দেবী) লোকে বিদ্যমান ও বহুঅন্ন-ধারক, বহু শত্রুনাশক, কামবর্ষক স্থিরস্বরূপ বজ্রধর ও শত্রুবৃন্দের পরিতাপক। ৫। হে জনগণ, তোমরা অতিশয় ধনবর্দ্ধক, দেবরাজের জন্য সোম প্রণয়ন কর, এবং প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবান দেবরাজের জন্য স্তব কর। হে দেবরাজ, তুমি প্রজাগণের অভিলাষপূরক, অতএব হবিঃপূরক প্রজাগণের সমীপে গমন কর। ৬। হে দেবরাজ, অন্নদসংগ্রামে উৎসাহে প্রবৃদ্ধ ধনবান অতিবিজ্ঞশালী, সকল জগতের নায়কস্বরূপ তোমাকে যজ্ঞার্থ আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদের স্তব-শ্রোতা উগ্র যুদ্ধে অসুরগণের নাশক ও শত্রুধনের জেতা, তোমাকে রক্ষার্থ আহ্বান করিতেছি। ৭। হে স্তোতৃগণ, তোমরা সকলে অন্নেচ্ছায় দেবরাজার্থ স্তোত্র উচ্চারণ কর। হে বশিষ্ঠ, তুমিও যজ্ঞে স্তুতিদ্বারা দেবরাজের পূজা কর। যে দেবরাজ সকল ভুবনকে অন্নদ্বারা বিস্তৃত করিয়াছেন সেই উপগমনশীল দেবরাজ আমার স্তুতিবাক্য শ্রবণ করুন। এই দেবরাজে আয়ুধ অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র নিমগ্ন আছে, এবং এই দেবরাজের অ জলকেও বশে আনিতেছে। পৃথিবীতে বিমুক্ত যে জল আছে তাহা ওষধিতে আধ্যান করিতেছে। ৯।

অন্নবান্ দেবগণকর্ত্তৃক সমাহরণার্থ প্রেরিত, বলবান সংগ্রামে রথের তারক, অহিংসিত-রথ শত্রু-সৈন্যগণ-জেতা শীঘ্রগ সেই তার্ক্ষ্য সুপর্ণকে মঙ্গলার্থ এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি। ১। শত্রুহইতে রক্ষক, অভিলাষপূরক, সর্ব্বযজ্ঞে সুখে আহ্বনীয়

ইন্দ্র কর্ম্মদ্বারা পৃথিবী ও দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন। ৮। হে ইন্দ্র! স্তোতৃগণ স্তুতিদ্বারা অভিমুখ করিতেছে। যেহেতু বজ্রূপ হইয়া বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে গিয়াছে। এই যজ্ঞে প্রকৃষ্ট-রূপে দীপ্যমান বিধাতা ইন্দ্র আমার পিতাকে পৌত্র দান করুন। ৯। এক্ষণে যজ্ঞে গমনশীল ইন্দ্ররথের ধূর্ভাগে (অশ্ব বহনপ্রদেশে) গতিশীল বীর্য্যবান্ তেজস্বী অপ্ন্বাহ (ইন্দ্রকে কর্ম্মে আনয়নশীল) ও সুখপ্রদ অশ্বগণকে কে স্তোত্রযুক্ত করিতে পারে? যে এই অশ্বগণের রথবহন ক্রিয়াকে স্তব করে সে আয়ুষ্মান হয়। ১০।

হে শতক্রতু ইন্দ্র! উদ্‌গাতৃগণ তোমাকে স্তব করে অর্চকেরা অর্চ্চনীয় ইন্দ্রকে স্তব করে, নর্ত্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ডকে উন্নত করে, স্তুতিকারেরা তোমাকে সেইরূপ উন্নত করে। ১। সমুদ্র-বত্ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, রথীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অন্নপতি ও সজ্জন-পালক ইন্দ্রকে আমাদিগের সমুদয় স্তুতি বর্দ্ধন করিয়াছে। ২। হে ইন্দ্র! অতিপ্রশস্ত, মদকর ও অমারক এই অভিষুত সোম পান কর। যজ্ঞগৃহে বর্ত্তমান শুক্র (দীপ্তসোম) ধারা তোমার অভিমুখে যাইতেছে। ৩। হে বজ্রবন্ চিত্র ইন্দ্র! ইহলোকে, আমার তোমার দাতব্য যে ধন নাই, হে বিদদ্বসু (লব্ধধনেন্দ্র) আমাদিগের জন্য উভয় হস্তদ্বারা তাহা আহরণ কর। ৪। হে ইন্দ্র! হবির্দ্বারা পরিচরণকারী তিরশ্চী (আঙ্গির ঋষি)র স্তুতিনিচয় শ্রবণ কর। সুবীর্য্য (শোভন-বীর্য্য-শালী কিংবা সুপুত্রবান্) গোমান ধনদ্বারা পূর্ণ কর, যেহেতু তুমি মহান। ৫। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোম অভিষুত হইয়াছে। হে শবিষ্ঠ! শত্রুধর্ষক ইন্দ্র! আইস। সূর্য্য অন্তরিক্ষকে যেরূপ কিরণদ্বারা পূর্ণ করেন তদ্রূপ সোমপানোৎপন্ন প্রভূত সামর্থ

শৌর্য্যশীল সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ পুরুহূত ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। ধনবান সেই ইন্দ্র আহূত হইয়া এই হবি গ্রহণ করুন। ২। আমরা দক্ষিণ হস্তে বজ্রধারী বিবিধ-কর্ম্মপর হরিনামক অশ্ববৃন্দের আনয়নযোগ্য ইন্দ্রকে পূজা করিতেছি। সেই দেবরাজ স্বকীয় শ্মশ্রুসকলকে পুনঃ পুনঃ কম্পমান করিয়া ঊর্দ্ধে বিশেষরূপে প্রাদুর্ভূত হইতেছেন, এবং স্বকীয় সেনাদ্বারা শত্রুগণকে কম্পিত করিয়া স্তোতৃগণকে বিবিধ ধন দান করিতেছেন। ৩। বহুরিপুনাশক, অতিশয় ধর্ষক, রিপুপ্রেরক, মহান্, বিনাশরহিত কামবর্ষক, সুন্দর ও বজ্রী ইন্দ্রকে স্তব করিতেছি। যে দেবরাজ বৃত্রহন্তা ও অন্নদাতা, শোভনধনদ ইন্দ্র ধনদান করিতেছেন। ৪। হে ইন্দ্র, যে মনুষ্য আমাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া সম্মুখে আগমন করিতেছে, এবং আপনাকে বহু মনে করিয়া ক্ষয়কারক অস্ত্রসহিত আমাদিগের হিংসা করিতে আগমন করিতেছে, আমরা তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া বৃষের ন্যায় তাহাকে অভিভব করিব। ৫। যুদ্ধ ক্রোধান্বিত মনুষ্যেরা ইন্দ্রকে আহ্বান করে, অস্ত্রযুক্ত রণে পরস্পর হিংসক লোকেরা তাঁহাকে আহ্বান করে, সংগ্রাম জয়ার্থ শূরলাভের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করে ও জয়লাভার্থ তাঁহাকে আহ্বান করে ও বিপ্রগণ তাঁহাকে কবিতায় বলধান করেন। ৬। হে ইন্দ্র ও পর্ব্বত, বৃহৎ রথে আগমন করিয়া প্রার্থনীয় শোভনপুত্রযুক্ত অন্নদান কর হে। জ্যোতিমান ইন্দ্র ও পর্ব্বত আমাদিগের যজ্ঞে হব্য ভক্ষণ কর এবং তোমরা আমাদিগের দত্ত অন্নদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগের স্তুতিবাক্যদ্বারা বর্দ্ধিত হও। ৭। ইন্দ্রের নিমিত্ত উপর্য্যুপরি বর্ত্তমান স্তুতিসকল অন্তরীক্ষ প্রদেশহইতে জল প্রেরণ করিতেছেন। যেমন অক্ষদ্বারা রথচক্রনিচয় স্তম্ভিত থাকে তদ্রূপ

মধ্যে ইন্দ্রপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্মসকলকে আনয়ন করিতে-ছেন। ৪। হে ইন্দ্র! যে যজ্ঞে রথে দীপ্যমান শীঘ্রগ মরুদ্গণ, তোমাকে আনয়ন করিতেছে তদ্দ্বারা সেই যজ্ঞে মদকর সোমরস পান করিয়া অন্ন উৎপাদন করিতেছে। ৫। যে যজমানগণ, তোমরা সেই ভক্তবৃন্দের অনুগ্রাহক, বলপালক, সকল শত্রুর অভিভবকারী, নেতা, যজ্ঞাদি কর্ম্মে স্থিত ও বিশ্ববেদা ইন্দ্রকে স্তব কর। ৬। আমরা জয়শীল অশ্বসদৃশ বেগবান দধিক্রাবাকে স্তব করি, তিনি আমাদিগের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে উৎকৃষ্ট এবং আমাদিগের আয়ুঃ বর্দ্ধন করুন। ৭। এই ইন্দ্র পুরন্দর যুবা; মেধাবী, অমিতৌজা সর্ব্বকর্ম্মপোষক বজ্রী ও পুরুষ্টুত। ৮।

হে অধ্বর্য্যুগণ! তোমরা বীর স্তোতা ইন্দ্রের জন্য নিষ্ক অন্ন আহরণ কর। সেই ইন্দ্র তোমাদিগের যজ্ঞসাধনার্থ বহুপ্রজ্ঞান্বিত কর্ম্মদ্বারা পরিচরণ করিতেছেন। ১। সর্ব্বজ্ঞ ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়ের কর্ম্মনিচয় যজ্ঞে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উভয়ে যুক্ত হইয়াছে, ইহা স্বর্গপ্রাপ্ত লোকেরা বলেন। ২। হে অধ্বর্য্যুগণ! তোমরা ইন্দ্রের পূজা ও স্তব কর। হে প্রিয়মেধ-গোত্রীয়গণ তোমরা ইন্দ্রকে পূজা কর। হে পুত্রগণ! তোমরাও ইন্দ্রকে পূজা কর এবং স্তোতৃগণের অভিলাষপূরক ধৃষ্ণু ইন্দ্রকে পূজা কর। ৩। বহুশত্রুনিষেধকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে বর্দ্ধনকারী উক্থ গীত হইবে; যেন সেই ক্ষমতাশালী ইন্দ্র আমাদিগের পুত্র ও বন্ধুদিগের মধ্যে মহানাদ করেন। ৪। হে মরুদ্গণ! বিশ্বানর অনানত বলপতি ইন্দ্রকে তোমা-দিগের সৈনিকগণের গমনের সহিত এবং তোমাদিগের রথ-গণের গমনের সহিত আহ্বান করি। ৫। হে ইন্দ্র! কর্ম্মানুষ্ঠান-দ্বারা শান্ত মনুষ্যগণমধ্যে তোমার স্তুতিদ্বারা সেই মনুষ্য

তোমাকে পূর্ণ করুক। ৬। হে ইন্দ্র! কণ্বের সুষ্টুতি (সুন্দর স্তুতি) প্রভৃতি অশ্ববৃন্দের সহিত আগমন কর। এই ইন্দ্র দ্যুলোক শাসন করেন, তথায় আমরা সুখী হইব। হে দিবাসসু (দীপ্তহবিষ্ক ইন্দ্র) তোমরা স্বর্গে যাও। ৭। হে গির্ব্বণ! যেরূপ রথী রথদ্বারা প্রাপ্য দেশ শীঘ্র গমন করে তদ্রূপ সোম অভিযুক্ত হইলে আমাদের স্তুতি তোমার প্রতি শীঘ্র গমন করে। হে ইন্দ্র! যেরূপ ধেনু বৎসকে লক্ষ্য করিয়া হাম্বারব করে তদ্রূপ আমাদের স্তুতি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া সম্যক্ শব্দ করে। ৮। শীঘ্র আইস। আসিয়া শুদ্ধ উকৃথশাস্ত্রদ্বারা ইন্দ্রকে শুদ্ধ করিয়া তাঁহার স্তব কর। তদনন্তর সাম-শাস্ত্রদ্বারা পাপরহিত ইন্দ্রকে শুদ্ধোৎপাদক স্তোত্রদ্বারা সংস্কৃত সোম মত্ত করুক। ৯। হে ইন্দ্র! অতিশয় রশ্মিমান ও দ্যোতমান যশোদ্বারা অতিশয় যশস্বী সোম তোমার সেবক-গণকে ধন দান করিতেছে। হে স্বধাপতি! সেই সোম অভিযুত হইয়া তোমার মদকর হইতেছে। ১০।

হে অধ্বর্য্যু! তুমি কর্ম্মে নেতা, তুমি পিপাসু, সর্ব্বজ্ঞ, অত্যন্তগতিশীল, যজ্ঞগামী ও সকলের অগ্রযায়ী ইন্দ্রকে সোম-প্রদান কর। ১। হে বয়স্য! ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের গিরিগুহায় বিদ্যমান প্রভূত সোম আহরণ কর এবং আমা-দিগের প্রভূত, সংসারে বর্ত্তমান, ভয়ঙ্কর ক্ষুৎপিপাসাদি নিমিত্তক বাধাকে বিনষ্ট কর। ২। হে ইন্দ্র! যেমন রক্ষার্থ ও সুখার্থ রথকে আবর্ত্তিত করে; তদ্রূপ রক্ষার্থ ও সুখার্থ বহুকর্ম্মা, হিংসকগণের অভিভবকারী ও সৎপতি স্বরূপ তোমাকে আবর্ত্তিত করিতেছি। ৩। প্রধান ইন্দ্র যজমানগণের যজ্ঞীয় হবি কামনা করিয়া আসিতেছেন। সকলের পিতৃস্বরূপ মনু এই দেবগণ

করিতেছে। ৩। হে প্রভূতধন! পুরুহূত ইন্দ্র! আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই যজ্ঞে প্রবৃত্ত আছি, আমরা তোমারই, হে স্তুতিলভ্য! তোমাভিন্ন আর কেহই স্তুতি প্রাপ্ত হয় না। অতএব তুমি পৃথিবীর ন্যায় আমাদিগের এই স্তুতবাক্য কামনা কর। ৪। আমাদিগের প্রভূত বাক্যসকল, যথবা, উক্থ্য ও বলাদিদ্বারা প্রতিক্ষণে বর্দ্ধমান, পুরুহূত ও স্তূয়মান দেবরাজকে প্রত্যহ সুন্দর স্তুতিবাক্যদ্বারা স্তব করুক। ৫। স্বর্গগামী বিশ্বব্যাপী কামনাশীল স্তুতিসমূহ দেবরাজকে স্তব করিতেছে এবং জায়া যেমন পতিকে এবং মর্ত্তগণ যেমন শুদ্ধ ধনীকে রক্ষার্থ আলিঙ্গন করে সেইরূপ আমার স্তুতিসকল দেবরাজকে আলিঙ্গন করিতেছে।৬। রিপুগণের সহিত স্পর্দ্ধাশীল, পুরুহূত ও স্তূয়মান দেবরাজকে স্তুতিদ্বারা হর্ষান্বিত কর। যেরূপ সূর্য্যরশ্মিসমূহ সকলের হিতকর, সেইরূপ যে দেবরাজের কর্ম্মসকল মনুষ্যের হিতকর, ভোগার্থ অতিশয় প্রবৃদ্ধ মেধাবী সেই দেবরাজকে পূজা কর। ৭। রিপুগণের সহিত স্পর্দ্ধাশীল, স্বর্বেত্তা ও যজ্ঞে অশ্বের ন্যায় দ্রুতগামী দেবরাজকে সম্যক্ প্রকারে পূজা কর। যে দেবরাজকে শতবার আবর্ত্তন করিতেছি। ৮। দ্যাবাপৃথিবী দীপ্তিমতী ভূতগণের আশ্রয়নীয়া, বিস্তীর্ণা, প্রথিতা, জলদোগ্ধ্রী, সুরূপা বরুণের ধারণস্বরূপা নিত্যা ও বহু-রেতস্কা ৯। হে ইন্দ্র! উষা যেমন স্বীয়া কান্তিদ্বারা সকল জগতকে পূর্ণ করেন সেইরূপ তুমি দ্যাবাপৃথিবীকে নিজ তেজোদ্বারা পূর্ণ করিতেছ। তুমি দেবগণের নায়ক, মনুষ্যগণের ঈশ্বর তোমাকে অদিতিদেবী উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব অদিতি কল্যাণকারিণী। ১০। হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা স্তোতব্য দেবরাজের জন্য হবির্যুক্ত স্তুতিবাক্য সুন্দররূপে উচ্চারণ কর যে দেবরাজ ঋজিশ্বি নামক

তোমার সখা হয় যে অতিশয় দীপ্তশীল তোমার রক্ষাদ্বারা পাপের ন্যায় শত্রু সকলকে অতিক্রম করে। ৬। হে ইন্দ্র! তোমার প্রভূত ধনের দান অতিশয় মহৎ, অতএব হে সর্ব্ব-দর্শী কল্যাণদায়ক ইন্দ্র! আমাদিগকে ধন দান কর। ৭। হে শুভ্রবর্ণ উষাদেবি! তোমার গমন অনুকরণ করিয়া দ্বিপাদ চতুষ্পাদ ও পক্ষিগণ আকাশ প্রান্ত হইতে গমন করিতেছে। ৮। হে ইন্দ্রাদি দেবগণ! তোমরা অন্তরীক্ষ লোকে দীপ্তসূর্য্যের দীপ্তি স্থানে রহিয়াছ তোমাদের সত্য স্তোত্র বিষয় কে ধারে আছে? তোমাদের অমৃত কোথায় আছে? তোমা-দিগের পুরাতনী আহুতি কি প্রকার? ৯। হোতৃগণ ও উদ্গাতৃ-গণ যাহাদ্বারা কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করে সেই ঋক ও সামকে আমরা পূজা করি। তাহারা ঋত্বিকগণসমীপে বিরাজ করিতেছে এবং দেবগণসমীপে যজ্ঞবহন করিতেছে। ১০।

সকল নেত্রীস্বরূপ সেনাগণ পরস্পর সঙ্গত হইয়া শত্রুগণের অভিভবকারী ইন্দ্রকে আয়ুধযুক্ত করিতেছে এবং স্তোতৃগণ প্রকাশার্থ সূর্য্যস্বরূপ ইন্দ্রকে যজ্ঞ প্রাদুর্ভূত করিতেছেন এবং নিজ-কর্ম্মার্থ শ্রেষ্ঠ ও শৌর্য্যযুক্ত স্থানে স্থিত রিপুনাশক উগ্র ওজস্বী বলবান ইন্দ্রকে স্তব করিতেছেন। ১। হে বজ্রধর ইন্দ্র! যে মনুষ্যদ্বারা দস্যু শুষ্ণকে বধ করিয়াছ তোমার সেই কোপ নিবৃত্তির জন্য তোমাকে অতিশয় আদর করিতেছি। ইহলোকে জল আনয়ন কর। দ্যাবাপৃথিবী তোমার অধীন, অতএব পৃথিবীও তোমার বল হইতে ভয়প্রাপ্ত হয়। ২। হে স্তোতা সকল! তোমরা বন্দনাদ্বারা স্বর্গাধিপ ইন্দ্রকে স্তব কর। এক ইন্দ্রই সকল যজমানের অতিথির ন্যায় প্রিয় হন। পুরাতন সেই ইন্দ্র একাকীই রিপুজয়াকাঙ্ক্ষী নূতন স্তোতার প্রতি অনুবর্ত্তন

একাকী হবির্দানশীল যজমানকে বিশেষরূপে ধন দান করেন, প্রতিকূল শব্দরহিত সেই দেবরাজ সত্বর সর্ব্ব জগতের ঈশ্বর হয়েন। ৯। হে সুহৃদগণ, আমরা বজ্রধর দেবরাজের নিমিত্ত স্তব আশা করিতেছি। আমি তোমাদের নিমিত্ত সকলের নেতৃতম, রিপুগণের ধৃষ্ণু দেবরাজকে সুন্দররূপে স্তব করিতেছি।১০।

পঞ্চম প্রপাঠক।

হে দেবরাজ! যজমানের নিমিত্ত তোমার বলকে স্তব করিতেছি। হে শচীপতি, যেহেতু তুমি বলদ্বারা বৃত্রকে বিনাশ করিতেছ।১। হে দেবরাজ, তোমার সোম পান করিয়া হ উপস্থিত হইলে দিবোদাস রাজার নিমিত্ত সম্বর নামক অসুরকে বিনাশ কর। অতএব হে দেবরাজ, সেই এই সোম তোমা জন্য অভিযুত হইতেছে, তুমি ইহা পান কর।২। হে প্রিয় হে রিপুজেতা, হে তিরস্কারাযোগ্য দেবরাজ, তুমি পর্ব্বতের ন্যায় সর্ব্বত্র স্থূল এবং স্বর্গের পতি, তুমি আমাদের সমীপে আইস।৩ হে দেবরাজ, তুমি অতিশয় সোমপায়ী। হে বলবত্তম দেবরাজ, তোমার সোমপানজনিত মত্ততা বৃত্রবধাদি কার্য্য করিতে জানে যাহাদ্বারা রাক্ষসাদিকে বিনাশ কর, তোমার সেই মত্ততা প্রার্থনা করিতেছি।৪। হে সুতেজস্ক অদিতি পুত্রগণ আমা দিগের পুত্রপৌত্রাদির জীবনের জন্য আয়ুক দীর্ঘতম কর।৫। হে বজ্রহস্ত, শুক্ল (আদিত্য) যেমন যজমানগণের দিবাভাগকে জানেন, সেইরূপ তুমি উপদ্রবকারী রাক্ষসগণের পরিবর্জ্জন জান।৬। হে আদিত্যগণ, আমাদিগহইতে রোগকে দূরীভূত কর, রিপুনাশ কর, আমাদিগের দুঃখচিন্তকগণকে দূর কর, এবং

ঋষির সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণাসুরের গর্ভিণী ভার্য্যাগণকে বধ করিয়াছেন। আমরা রক্ষার্থী হইয়া কামবর্ষী, দক্ষিণ হস্তে বজ্রধারী, মরুদ্‌যুক্ত ইন্দ্রকে সখ্যের জন্য আহ্বান করিতেছি। ১১।

হে ইন্দ্র! সোম অভিষুত হইলে তুমি তাহা পান করিয়া ক্রতু (কর্ম্মকর্ত্তা কিংবা যাগ) ও উকথ্য(স্তোতা)কে পবিত্র কর। বর্দ্ধক ও বললাভ নিমিত্ত তুমি মহান। ১। হে স্তোতৃগণ! তোমরা পুরুহূত, পুরুষ্টুত ইন্দ্রকে প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর। সেই মহান্ ইন্দ্রকে বাক্যদ্বারা পরিচর্য্যা কর। ২। হে অদ্রিব (বজ্রবন্)! তোমার সেই সোমপানজনিত হর্ষের প্রশংসা করি, যাহা কামবর্ষী, বৈরী-সম্পর্কজনিত-সংগ্রামে রিপুগণের অভিভবকারী, লোককৃত্নু (স্থানকর্ত্তা) ও হরিপ্রিয় (অশ্বগণসেব্য)। ৩। হে ইন্দ্র, বিষ্ণু সোমপানার্থ আগমন করিলে, তুমি অন্তসম্বন্ধীয় যাগে তাহার সহিত সোম পান কর, যদিও আপ্তত্রিতের সোম পান কর, যদিও সোমপানার্থ আগত মরুদ্গণের সহিত অন্যদীয় যজ্ঞে সোম পানে মত্ত হও, তদ্রূপ আমাদের এই সোম পান কর। ৪। অধ্বর্য্যু, মদকর সোমের অতিশয় মদকর রস দেবরাজের জন্য ক্ষরণ কর। বীর ও হবির্দ্বারা বর্দ্ধনীয় দেবরাজ স্তুত হইতেছেন। ৫। হে ঋত্বিক্‌গণ, ইন্দ্রার্থ ক্ষরণশীল সোম অভিষুত কর। অনন্তর মদকর সোমরস পান কর। দেবরাজ সোমরস পান করিয়া নিজ মহত্ত্বে স্তোতৃবৃন্দকে অন্নদান করুন। ৬ হে সুহৃদ্গণ, যে দেবরাজ একাকী সকল রিপুগণকে অভিভব করেন। আমরা তোমা-সকলের নেতা সেই দেবরাজকে স্তব করব। অতএব শীঘ্র এই স্থানে আইস। ৭। হে উদ্গাতৃগণ, তোমরা মেধাবী, মহান্, অন্নস্রষ্টা, বিদ্বান ও স্তবাকাঙ্ক্ষী দেবরাজের নিমিত্ত বৃহৎ নামক সাম গান কর। ৮। যে দেবরাজ

আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর। ৭। হে দেবরাজ, সোম পান কর। সোম তোমাকে মত্ত করুক। হে হর্যাশ্ব, রশ্মি দ্বারা অশ্বের ন্যায় তোমার নিমিত্ত অভিষবকারির বাহুদ্বারা সুন্দররূপে পরিগৃহীত এই প্রস্তর সোমকে অভিষুত করিতেছে। ৮

হে দেবরাজ! তুমি স্বভাবতঃ রিপুরহিত ও নিয়ন্তৃহীন, তুমি বন্ধুবর্জিত হইয়াও চিরকালই বান্ধব ইচ্ছা কর এবং যুদ্ধ করিয়াই স্তোতৃগণের সখা হও। ১। হে সুহৃদ্গণ, যে দেবরাজ পূর্ব্বে এই সকল বস্তুনিচয় আমাদিগের নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে আনয়ন করিয়াছেন, সেই ধনদাতা দেবরাজকেই তোমাদের ধনলাভ ও রক্ষার্থ স্তব করিতেছি। ২। হে প্রকৃষ্টরূপে গমনশীল মরুদ্গণ, তোমরা আমাদিগের সমীপে আসিয়া আমাদিগকে হিংসা করিও না। হে সমানতেজস্কগণ, তোমরা দৃঢ় পর্ব্বতগণের নিয়ামক, আমাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিও না। ৩। হে অশ্বপতি, গোপালক, পৃথ্বীপতি দেবরাজ! তুমি কীর্ত্তিমান, তোমার জন্ত এই সোম অভিষুত হইতেছে, অতএব হে সোমপতি দেবরাজ আইস, আসিয়া সোম পান কর। ৪। হে বর্দ্ধক দেবরাজ, সোমানজনের যুদ্ধে শ্বাসত্যাগকারী রিপুকে তোমার সহায়ে নিরাকৃত করিব। ৫। হে সমতেজস্ক মরুদ্গণ, গোগণও সজাতিত্বে সম্বদ্ধ হইয়া পরস্পর দিকসকলকে প্রাপ্ত হয়। ৬। হে শতক্রতু, বিবিধ-দ্রষ্টা দেবরাজ তুমি আমাদের জন্য বল ও ধন আহরণ কর, তুমি বীর ও সেনাগণের অভিষবকারী। ৭। হে নির্ব্বিণ দেবরাজ, সম্প্রতি তোমার নিকট অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছি, যেমন গতিশীলজনেরা জলদ্বারা সমীপস্থগণকে ক্রীড়া সংযুক্ত করে সেইরূপ প্রার্থনা করিয়া তোমাকে স্তব করিব। ৮। হে দেবরাজ, যেমন পক্ষিগণ একত্র মিলিত হইয়া অবস্থান করে

সেইরূপ দধি-দুগ্ধমিশ্রিত মাদক স্বর্গসাধন সোমে অবস্থান করিয়া আমরা তোমাকে বারংবার স্তব করিতেছি। ৯। হে বজ্রিন্, হে অপূর্ব্ব চিত্র, যেমন ধাত্যাদিদ্বারা গৃহপূরণাকাঙ্ক্ষীজনগণ কোন স্থূলজনকে আহ্বান করে সেরূপ সোমদ্বারা তোমাকে পোষণেচ্ছু তোমার সমীপে রক্ষার্থী হইয়া আহ্বান করিতেছি। ১০।

কামবর্ষক ইন্দ্রের সহিত গতিশীলা দুগ্ধপ্রদানে নিবাসকারিণী গৌরবর্ণা গো-সকল এইরূপে সর্ব্বযজ্ঞে ব্যাপ্ত ইন্দ্রপীত মধুররস সোম পান করিতেছে, হৃষ্ট হইতেছে, শোভা পাইতেছে এবং ইন্দ্ররাজ্যে অবস্থিত হইতেছে। ১। হে শবিষ্ঠ! বজ্রিন! ইন্দ্র! তুমি এইরূপে সোম গ্রহণ করিলে স্তোতা তোমার বৃদ্ধিজনক স্তব করে। তুমি বলদ্বারা পৃথিবী হইতে আসিয়া নিজের স্বামিত্ব প্রকটিত করিয়া ঘাতক বৃত্রকে "বধ করিও না" এইরূপে শাসন করিয়া পৃথিবী হইতে দূরীভূত করিয়াছ। ২। অসুর-নাশক দেবরাজ হর্ষার্থ ও বলার্থ ঋত্বিগ্‌গণকর্ত্তৃক স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছেন। আমাদিগের রক্ষক সেই ইন্দ্রকেই প্রভূত সংগ্রামে ও অল্প সংগ্রামে আহ্বান করিতেছি। সেই দেবরাজ আমাদিগকে সংগ্রামে সুন্দররূপে রক্ষা করুন। ৩। হে মেঘ-বাহন! বজ্রিন্! ইন্দ্র! তোমার সামর্থ্য শত্রুগণেরও তিরস্কৃত নহে, যে সামর্থ্যদ্বারা নিজের স্বামীত্ব প্রকটিত করিয়া মায়াবি, মৃগরূপী বৃত্তনামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছ। ৪। হে ইন্দ্র, প্রকৃষ্টরূপে আগমন কর, হন্তব্য রিপুগণকে প্রাপ্ত হও। সেই রিপুগণকে অভিভব কর, তোমার বজ্র অপ্রতিহত গতি, তোমার বল নরগণের অভিভাবক অতএব বৃত্রকে বিনাশ কর, অনন্তর নিজের স্বামীত্ব প্রকটিতপূর্ব্বক জলসমূহ জয় কর। ৫। যখন সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন ধন রিপুজেতারই হয়। হে ইন্দ্র,

[বি]ঘ্ননাশক হরি নামক তোমার অশ্বদ্বয়কে রথে যুক্ত কর, অনন্তর তোমার পরিচরণহীন কোন রাজাকে বিনাশ কর, এবং তোমার কাহাকেও ধনে স্থাপনা কর। অতএব হে ইন্দ্র, আমাদিগকে রাজার ধনে স্থাপিত কর।৬। হে ইন্দ্র, তোমার দত্ত অন্ন ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। নিজের প্রিয় দেহের কম্পন করে অনন্তর দীপ্তিবিশিষ্ট মেধাবী অতিশয় নূতন স্তবদ্বারা স্তব করে অতএব হে দেবরাজ হরি নামক অশ্বদ্বয়কে সত্বর রথে যুক্ত কর।৭। হে মঘবন্ দেবরাজ উপগত হইয়া আমাদিগের স্তুতি সকল সম্যক শ্রবণ কর। পূর্ব্ববৎ অনুগ্রাহকই হও এবং আমাদিগকে সুনৃতবান কর। আমাদিগের স্তুতি স্বীকার কর। অতএব হে ইন্দ্র তোমার হরিনামক অশ্বদ্বয়কে সত্বর রথে যুক্ত কর।৮। জলময় মণ্ডলমধ্যে; বিরাজমান সূর্য্যরশ্মিযুক্ত চন্দ্র দ্যুলোকে ধাবিত হইতেছে। চন্দ্রের হিরণ্যনেমি দ্যোতমান রশ্মিসমূহ তোমাদিগের ইন্দ্রিয় স্থানীয় হইতেছে না। হে দ্যাবা-পৃথিবী আমার এই স্তোত্র অবগত হও।৯। হে মধুবিদ্যাবিৎ অশ্বিনীদ্বয়, স্তোতা ঋষিঃ ফলবর্দ্ধক, ধনবাহক তোমাদের প্রিয়তম রথকে স্তোমদ্বারা অলঙ্কৃত করিতেছে, শ্রবণ কর।১০।

হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান ও অজর, তোমাকে সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত করিতেছে, তোমার স্তুতিযোগ্য দীপ্তি দ্যুলোকে দীপ্তি-লাভ করিতেছে, তুমি স্তোতৃগণের নিমিত্ত অন্ন আহরণ কর।১। হে অগ্নি, এই স্তুতি বিমদ ঋষিতে প্রযুক্ত হইতেছে, আমরা সম্প্রতি স্বয়ংকৃত দোষবর্জ্জিত স্তুতিদ্বারা সোমনিষ্পাদক যজ্ঞে আসনপ্রাপ্ত ও ওষধি প্রভৃতিতে বিদ্যমান শোধক দীপ্তিশালী ও মহান্ তোমাকে সম্যকরূপে ভজনা করিতেছি।২। হে উষা-দেবী অদ্য তুমি দীপ্তিমতী হইয়া আমাদিগকে প্রভূত ধন প্রাপ্তার্থ

সূর্য্যের ন্যায় প্রজ্ঞাবান কর। হে সুপাত্তে! সুনৃত স্তুতিযুক্ত উষাদেবী বায়ু-পুত্র সত্যশ্রবাকে অনুগৃহীত কর। ৩। হে সোম, তুমি আমাদিগের মনকে কল্যাণযুক্ত কর ও শুভসংকল্প কর। সর্ব্বব্যাপী অন্তরাত্মাকে শুভকারীকর এবং প্রজ্ঞানকে শুভ কর, অনন্তর স্তোতৃগণ তোমার সখ্যে রত হউক, যেমন গোসকল ঘাসের প্রতি ভক্ত হয়। তুমি মহান্ হইতেছ। ৪। কর্ম্মদ্বারা মহান্, রিপুগণের ভয়ঙ্কর দেবরাজ, সোমপানান্তর নিজের বলকে প্রবর্ত্তিত করেন। তদনন্তর দর্শনীয় হনুমান হরিবান দেবরাজ হস্তে লৌহময় বজ্র সম্পত্তির নিমিত্ত ধারণ করেন। ৫। হে দেবরাজ, যে রথ ধান্যমিশ্রিত হারিযোজন নামক সোমপূর্ণ পাত্রকে জ্ঞাপিত করে, তুমি কামবর্ষক গো-প্রাপক সেই রথে আরোহণ কর এবং তোমার হরি নামক অশ্বদ্বয়কে সত্বর রথে যুক্ত কর। ৬। যে অগ্নি বাসের হেতুভূত এবং গৃহের ন্যায় আশ্রয়ীভূত যে অগ্নিকে ধেনু সকল সন্তুষ্ট করিতে গমন করে এবং নিত্যপ্রবৃত্ত যে অগ্নিকে যজমানগণ সন্তুষ্ট করে আমি সেই অগ্নিকে স্তব করিতেছি। হে অগ্নি স্তোতৃগণের নিমিত্ত অন্ন আহরণ করুন। ৭। অর্য্যমা, মিত্র ও বরুণ ইহারা সন্তুষ্ট হইয়া রিপু অতিক্রমপূর্ব্বক যাহাকে রক্ষা করেন, সেই মনুষ্যকে পাপ ও দুঃখ আক্রমণ করে না। ৮।

হে সোম, তুমি স্বাদু, ইন্দ্র, মিত্র, পূষা ও ভগ নামক দেবগণের জন্য চতুর্দ্দিকস্থ পাত্রে ক্ষরিত হও। ১। হে সোম! আমাদিগকে সুন্দর অন্নদানার্থ চারিদিকে গমন কর, (অন্ন ও কারণ সংগ্রামে গমন কর) তুমি সহনশীল বৃত্রগণের প্রতি অভিক্রান্ত হও। আমাদিগের রিপুনাশক তুমি, রিপুগণকে শীঘ্র নিপাত করিতে গমন কর। ২। হে সোম, তুমি মহান, মধুর ও

পিতা, তুমি দেবগণ ও সর্ব্ব শরীরে ক্ষরিত হও। ৩। হে সোম, তুমি অশ্বের ন্যায় সিক্ত (রসযুক্ত) বেগবান, মহৎ বল ও ধন ক্ষরণ কর। ৪। চারুকবি ইন্দু (সোম) উদকের উপস্থানে (অন্তরিক্ষে) আমাদিগের ধনলাভ কারণ পূত হইতেছেন। ৫। হে সোম, তুমি অভিষুত হইয়াছ, আমরা অনুক্রমে তোমার স্তব করিতেছি। হে পবমান সোম! তুমি মনুষ্যজনসঙ্কুল রাজ্য-পালনার্থ রিপুবল লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হও। ৬। কান্তিযুক্ত, নেতৃবৃন্দ সনাড়া (সমানোকস) রুদ্র (রোদনশীল) নরগণের হিতকর, শোভনবাহ প্রতিরূপ কে আছে? ৭। হে অগ্নি, অদ্য আমরা ইন্দ্রাদিপ্রাপক স্তুতিসমূহদ্বারা, প্রসিদ্ধ তোমাকে বর্দ্ধিন করিতেছি। তুমি হবির্বহন কর, সুতরাং তুমি অশ্বের ন্যায় বাহক, কর্তার ন্যায় উপকারী, ভজনীয় ও অতিশয় প্রিয়। ৮। নরহিতকর প্রকাশমান বায়ু (দেববিশেষ) গণ সবিতৃ (প্রেরক) দেবের অভিষোতব্য অন্নরূপ সোম প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব হে যজমানগণ! স্বর্গ তথা অশ্বগণ জয় কর। ৯। হে সোম! তুমি দ্যুম্নী (অন্নবান কিংবা যশস্বী) সুধার শোভন ধারাযুক্ত পূর্ব্য (পুরাতন) ও মহান। মেষলোমহইতে ক্রমে ক্রমে ক্ষরিত হও। ১০।

হে বিশ্বতোদাবন (সর্ব্বতশ্ছেদনবন, সর্বত্রদানবন্)! তুমি সর্ব্বত আমাদিগের অভীষ্ট আহরণ কর। তুমি অতিশয় বল-বান, তোমার নিকট অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছি। ১। ঋত্বিয় (বসন্তাদি সময়ে জাত) ইন্দ্র! তুমি এই স্তোতৃগণের অভীষ্টবর্দ্ধক বলিয়া বিদিত আছ, আমি তোমার স্তব করি। ২। অহি (বৃত্র) হননার্থ অর্চ্চনীয় স্তোত্রনিচয় দ্বারা পূজাকারী ব্রাহ্মণ-গণ ইন্দ্রকে প্রীত করিতেছেন। ৩। হে ইন্দ্র! মনুষ্যগণ তোমার

বাহনার্থ রথ করিয়াছেন। হে পুরুহুত! ত্বষ্টা তোমার বজ্র দীপ্তিমান করিয়াছেন। ৪। ধনপ্রেরক জনগণ সুখ, স্থান ও ধন লাভ করে। অব্রত (যাগরহিত) পুরুষ সুখাদি প্রাপ্ত হয় না সুতরাং তদ্দানে অসমর্থ, নিজেও অভীষ্ট ধন স্পর্শ করে না। ৫। স্তোতারা সদা ইন্দ্রকে শরণাদিদ্বারা প্রাপ্ত হন। তাহারা নির্ম্মল, সর্ব্বদা বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন। সদা দানাদি-গুণযুত পাপরহিত হইতেছেন। ৬। হে উষা! বননীয় তেজসহ আগমন কর। উষার বাহনভূত গোবৃন্দ রথকে সেবা করিতেছে। তাহারা অতিশয় পীনা। ৭। হে ইন্দ্র! তদীয় সমীপস্থিত আমরা মধুমতী রাজকর্ত্তৃক ন্যগ্রোধ চমসে রমণীয় অন্ন পোষণ করিতেছি। তোমার ধ্যান করিতেছি। ৮। স্বর্ক (শোভনস্তোত্র বা অন্ন) মরুদ্গণ অর্চ্চনীয় ইন্দ্রকে পূজা করিতেছে; যুবা ও বিখ্যাত ইন্দ্র তাহাদিগের শত্রু-গণকে বিনষ্ট করিতেছেন। ৯। হে উদ্গাতৃবৃন্দ! ইন্দ্র যে স্তোত্রের সেবা করেন হে বিপ্রগণ! বৃত্রহন্তমের নিমিত্ত, সেই স্তোত্রটী গান কর। ১০।

হব্যবাট্ (হবির্বাহক) বিশিষ্ট প্রজ্ঞ, সুমদ্রথ (সুন্দর হবির্যুক্ত রথ) অগ্নি সর্ব্বজনকর্ত্তৃক বিদিত হইতেছেন। অথবা অগ্নি হবির্দাতা যজমানকে জানেন। ১। হে অগ্নি! তুমি বরণীয় আমাদের অন্তিকতম হও। অপিচ আমাদের তারক, রক্ষক ও সুখকর হও। ২। মহতের মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় পূজ-নীয় অগ্নি রমণীয় ধন ধারণ করেন। ৩। ইন্দ্র সর্ব্ব শত্রুর হিংসাকারী। যদি বা এই যজ্ঞে পূর্ব্বভাগস্থদেশে স্থিত হইয়াও তিনি এক্ষণে ঋত্বিক্গণদ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্তুত হইতেছেন। ৪। এই উষা ভগিনী [রাত্রি] সম্বন্ধীয় তম দূরীভূত করিতেছেন।

তোমাকে অভিষুত সোমে পুত্রগণ যেমন পিতাকে আহ্বান করে সেইরূপ হবিগ্রহণার্থে আহ্বান করিতেছি। ৩। মঘবা উগ্র যথার্থরূপে বহুবলধারক, শত্রুগণের অপ্রতিরোধনীয় সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি। পূজাতম যজ্ঞার্হ ইন্দ্র আমাদিগের স্তুতিবশত যজ্ঞে অবস্থান করিতেছেন। বজ্রী ইন্দ্র ধননীভার্থ সুমার্গ সকল বিধান করুন। ৪। আমি উত্তরবেদীতে অগ্নিকে প্রণয়নাদি কর্ম্মদ্বারা ধারণ করিয়াছি, সেই বলবান দিব্য অগ্নিকে সত্বর ভজনা করিতেছি এবং ইন্দ্র ও বায়ুকে প্রার্থনা করিতেছি। যাঁহারা দেবযজনস্থানে পরস্পর যুক্ত হইয়া হবির্বান নব্য যজমানকে ধনাদি বিধান করেন, তাঁহাদিগের স্তুতি শ্রুত হউক। অনন্তর আমাদিগের কর্ম্ম সকল প্রকৃষ্টরূপে তোমাদিগের সমীপে যাইতেছে। ৫। এবয়ামরুৎ ঋষির বাক্যনিষ্পন্ন স্তুতিসকল প্রকৃষ্টরূপে যইবা সুন্দর আভরণ যুক্ত বলবান ছন্দদিষ্টি (স্তুতিরূপ যাগবিশিষ্ট) মেঘচালক গতিশীল বল-নিমিত্ত সর্ব্বব্যাপী মারুতে গমন করুক। ৬। যেমন সূর্য্যরশ্মিদ্বারা অন্ধকার নাশ করেন, সেইরূপ পূয়মান সোম হরিদ্বর্ণ, এই প্রকাশমান ধারা-দ্বারা সকল রাক্ষসগণকে বিনাশ করেন। জগতের ধারক সোমের ধারা প্রকাশমান হইতেছে। পূয়মান হরিদ্বর্ণ সোম সম্যক্‌ প্রকারে প্রকাশমান হইতেছে যে সোম সপ্ত অশ্ব ও স্তুতিযুক্ত তেজোদ্বারা সকল লোককে ব্যাপ্ত করিতেছে। ৭। ক্রান্তপ্রজ্ঞ, অবিকলগমন, ধনদ, সর্ব্বত্র প্রীতিযুক্ত, স্তবনীয় যে সূর্য্যদেবের দীপ্তি উন্নত হইয়া দ্যাবাপৃথিবীতে অতিশয় দীপ্তি পাইতেছে; যে সূর্য্য প্রসূত হইলে সকলের কান্তি অতিশয় প্রকাশিত হয়; সেই শোভনকর্ম্মা হিরণ্য-পাণি সূর্য্যদেব কৃপাদ্বারা স্বর্গে এই

স্বরাতপ্য (স্বরাজত্ব, আত্মার স্বপ্রকাশত্ব) রথ পাইতেছেন। ৫। এই পরিদৃশ্যমান ভুবননিচয় শীঘ্র বশীভূত করিব। (তাহাতে কি সুখ সাধিত হইবে?) ইন্দ্র ও নিখিল দেবগণ স্তুতিদ্বারা প্রীত হইবেন ইহাই সাধিত হইবে। ৬। হে ইন্দ্র! যেমন রাজমার্গ হইতে ক্ষুদ্র মার্গনিচয় নির্গত হয় সেইরূপ তোমা হইতে দানসমূহ বিবিধরূপে গমন করে। ৭। এই স্তুতিদ্বারা দেবহিত (দ্যোতমান ইন্দ্রদত্ত) অন্ন আমরা সম্ভজন করি। আপিচ সুবীরা (শোভনপুত্রান্বিত) হইয়া শত হেমন্ত (শত বর্ষ) আহ্লাদ করি। ৮। হে ইন্দ্র! হে মিত্র! হে বরুণ! তোমরা সকলে আমাদিগকে সরস অন্নসমূহ প্রদান কর। পীবরী (প্রবৃদ্ধ) ইষ (অন্ন) আমাদিগকে দান কর। ৯। যেহেতু ইন্দ্র বিশ্বের ঈশ্বর। ১০।

মহান্ পূজ্য বহুবল তৃপ্তিশালী ইন্দ্র, ত্রিকদ্রুকে (জ্যোতি, গৌ ও আয়ু নামক দিবসে) অভিযুত যবময় শক্তুমিশ্রিত সোম বিষ্ণুর সহিত যথাকাম পান করিয়াছিলেন। সেই সোম মহান বিস্তীর্ণ ইন্দ্রকে মহৎ কর্ম্মের নিমিত্ত মত্ত করিয়াছিল। সত্যশ্রবণশীল দীপ্যমান সেই সোম সত্য ইন্দ্রদেবকে পরিব্যাপ্ত করুক। ১। সহস্রাংশু, দর্শনীয়, কবিগণের স্তোত্র-বিধাতৃস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় এই সূর্য্য শুদ্ধা পাপরহিতা সমান-চিত্তা উষাকে সম্যক্ প্রকারে প্রেরণ করিতেছেন। দিবসে চন্দ্র প্রভৃতিরা সূর্য্যের তেজে ব্যাপ্ত থাকে (সূর্য্যতেজ অভিভূত থাকে বলিয়া লক্ষিত হয় না)। ২। হে ইন্দ্র! এই অগ্নিও অভিযুত সোমের স্তায় দূরদেশ (স্বর্গ) হইতে আমাদের সম্মুখে আগমন কর। যজমানের স্তায় এবং রাজা যেমন গৃহে আগমন করে তদ্রূপ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হও। আমরা অন্নবান যজমানগণ

দীপ্ত মহতী স্তুতিধারা মদকর সোম দেবগণের মদার্থ ধারা ক্ষ... হইতেছে। ৯। মেধাবী সমুদ্রের উর্ম্মিতে আশ্রিত পুরুষ্প... স্তোত্রের ধারক সোম ক্ষরিত হইতেছে। ১০।

ষষ্ঠ প্রপাঠক।

দেবগণ সুজাত প্রেরিত রিপুনাশক দুগ্ধদ্বারা সংস্কৃত সোমে উপগত হইতেছে। ১। দ্রষ্টা পবিত্র সোম সকল রিপুসেনাকে আক্রমণ করিতেছে। মেধাবী সেই সোমকে শীতি (শুচি) গণ অলঙ্কৃত করিতেছি। ২। অভিষুত সোম কলসে আবিষ্ট হইয়া সকল সম্পত্তি অভিবর্ষণ করিয়া দীপ্ত সোম ইন্দ্রের নিমিত্ত নিহিত হইতেছে। ৩। রথ্য অশ্বের ন্যায় চমূদ্বয়ে অভিষুত সোম পবিত্রে সৃষ্ট হইয়াছে। বেগবান সোম যজ্ঞে সংক্রমিত হইতেছে। ৪। যে ক্ষিপ্র দীপ্ত গমনকুশল কৃষ্ণনাশক সোম- সকল গোবৃন্দের (উদকের) ন্যায় যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। তাহাদিগকে স্তব করি। ৫। হে সোম, তুমি মদকর তুমি রিপুগণকে বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে প্রজ্ঞাদানপূর্ব্বক ক্ষরিত হইতেছ। তুমি রাক্ষসবর্গকে দূরীভূত কর। ৬। হে সোম, তুমি মনুষ্যগণের হিতকর জল প্রেরণ করিয়া যে ধারাদ্বারায় সূর্য্যকে প্রকাশিত করিয়াছ, তুমি সেই ধারাদ্বারায় ক্ষরিত হও। ৭। হে সোম, তুমি মহৎ জল সকলের নিরোধক বৃত্রের বিনাশার্থ দেবরাজকে রক্ষা করিয়াছ, তুমি ক্ষরিত হও। ৮। হে সোম, তোমার যে রস নবনবতি সংখ্যক সম্বরপুরী নাশ করিয়াছিল তুমি এই রসদ্বারা ইন্দ্রের পানার্থ ক্ষরিত হও। ৯। সোম দীপ্ত, দত্তধন আমাদিগের বলকে অন্নের সহিত প্রদান করে। হে সোম, তুরুকর্মি অভিষুত হইয়া পবিত্রে ক্ষরিত হও। ১০।

কামবর্ষক হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রের ন্যায় দর্শনীয় সোম শব্দ করে। সোম সূর্য্যের সহিত প্রকাশিত হইতেছে। ১। হে সোম, তুগণ আমরা সুখজনক ধনাদিপ্রাপক রিপু হইতে রক্ষক স্পৃহ বলকে অদ্য প্রার্থনা করিতেছি। ২। হে অধ্বর্য্যু! স্তরদ্বারা অভিষুত সোমকে পবিত্রে আনয়ন কর ও ইন্দ্রের নার্থ পূত কর। ৩। দেবগণের হর্ষজনক স্তোতৃগণকে পাপ হইতে রক্ষক সোম এবং অভিষুত সোমের ধারা যাইতেছে। ৪। হে সোম, তুমি বহুবীর্য্য, সুবীর্য্য ধন বর্ষণ কর এবং আমাদের সমীপে অন্ন স্থাপন কর। ৫। পুরাতন গমনশীল অশ্বগণ ত্তর পদ অনুক্রমিত করিতেছে। সূর্য্যকে দীপ্তিমান করিতেছে। ৬। হে সোম, তুমি অতি অতিশয় দীপ্তিমান্, তুমি যজ্ঞগৃহে আসন্ন হইয়া অতিশয় শব্দপূর্ব্বক দ্রোণ কলসে আগমন কর। ৭। হে সোম, তুমি কামবর্ষক ও দীপ্তিমান এবং তোমার কর্ম্ম বর্ষণশীল। কামবর্ষক তুমি দেবগণ এবং মনুষ্যগণের হিতকর কর্ম্মনিচয় ধারণ করিতেছ। ৮। হে সোম, তুমি ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক শোধ্যমান হইয়া আমাদিগের ধারাদ্বারা ক্ষরিত হও এবং রোচমাণ অন্নদ্বারা পশু সকলকে প্রাপ্ত হও। ৯। হে সোম, তুমি দেবকাম ও আমাদিগের প্রার্থী, তুমি মেষলোম-কৃত পবিত্রে মদকর ধারাদ্বারায় ক্ষরিত হও। ১০। হে সোম, এই সুন্দর কর্ম্মদ্বারা দেবগণকে বর্দ্ধিত করিয়াছ এবং আনন্দিতের ন্যায় বৃষবৎ শব্দ করিতেছ। ১১। বিচর্ষণি পাত্রে নিহিত শোধ্যমান এই সোমে, জলজ মহৎ অন্ন প্রেরণ করিয়া সংজ্ঞাত হইতেছে। ১২। হে সোম আমাদিগের মহৎ ধনের নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে গমন করিতেছ। সম্প্রতি অযাস্য ঋষি তোমার স্তরূপ ধারণ করিয়া দেবগণের যাগার্থ যাইতেছেন। ১৩। সোম

রিপুগণকে বিনাশ করিয়া ও শক্তি থাকিলেও ধনের অদাতৃ বিনাশ করিয়া ইন্দ্রের স্থানে গমন করিয়া ধারাদ্বারা ক্ষরিত হইতেছে। ৪।

হে সোম! তুমি শোধক, অপ (রস) আচ্ছাদনপূর্ব্বক ধারা দ্বারা যাইতেছ। তুমি রমণীয় ধনদাতা যজ্ঞ-স্থানে উপস্থিত হইতেছ। অপিচ সোম ক্ষরণশীল হইয়া হিরণ্ময় অর্থাৎ দেবগণের হিতার্থ রমণীয় হইতেছ। ১। যে সোম দেবগণের উত্তম হবিঃ হন এবং নরহিতজনক যে সোম জল ও অন্তরীক্ষে গমনশীল সেই সোমকে প্রস্তরদ্বারা অধ্বর্য্যু অভিষুত করিয়াছিলেন, তাহাকে পরিষিক্ত কর। ২। হে সোম! প্রস্তরদ্বারা অভিষূয়মান যে তুমি (মেষলোম) ময় পবিত্রদিগকে ব্যবধায়ক করিয়া অভিমুখে ক্ষরিত হইতেছ। হরিদ্বর্ণ সেই সোম চমূদ্বয়ে উপরিস্থিত কলসে যেমন লোক পুরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ প্রবেশ করিতেছ। হে সোম! তুমি কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রে স্থান গ্রহণ করিতেছ। ৩। হে সোম! তুমি দেবগণের পানার্থ জলদ্বারা সিন্ধুর ন্যায় আপ্যায়িত হইতেছ। তুমি সুরা প্রভৃতির ন্যায় মদকর ও জাগরণশীল। এক্ষণে তুমি লতাখণ্ডের রসদ্বারা মধুক্ষরী দ্রোণকলসে গমন করিতেছ। ৪। অভিষবকারীকর্ত্তৃক অভিষূয়মান সোম পবিত্রদ্বারা অধিগমন করিতেছ, বড়বার ন্যায় মদকারিণী ধারাদ্বারা দ্রোণকলসে অধিগমন করিতেছ। ৫। হে সোম, তোমার সখিত্বে আমি প্রত্যহ রমণ করিতেছি, হে বভ্রুবর্ণ সোম! বহু রাক্ষসগণ আমাকে বাধা দিতেছে, তুমি সেই রাক্ষসগণ সমীপে আগমন কর। ৬। হে সুন্দর অঙ্গুলিবিশিষ্ট সোম! তুমি শোধ্যমান হইয়া অন্তরীক্ষে শব্দ প্রেরণ করিতেছ। হে স্তূয়মান সোম! তুমি স্তোতৃগণকে পিশঙ্গবর্ণ (সুবর্ণ) ধন প্রদান

করিতেছ। ৭। গমনশীল সোমসকল স্বকীয় মদকর রসকে সমাশ্রিত পবিত্রে নির্গত করিতেছে। এই সোমসকল মনীষি মদকর ও মদকর রসস্রাবী। ৮। হে সোম! তুমি জাগরণশীল ও সন্তোষজনক, তুমি পূয়মান হইয়া মেষলোমময় পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছ। হে অঙ্গিরস্তম, তুমি মেধাবী ও পিতৃগণের নেতা হইতেছ। তুমি আমাদিগের যজ্ঞকে তোমার মধুর রসদ্বারা সিক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। ৯। মদকর অভিযুত সোম ইন্দ্রার্থ ক্ষরিত হইতেছে, বহুধারাবিশিষ্ট সোম মেষলোমময় পবিত্রে গমন করিতেছে, সেই সোমকে ঋত্বিকগণ শোধন করিতে-ছেন। ১০। হে সোম, তুমি অতিশয় অন্নপ্রাপক, তুমি বরণীয় স্তোত্র সকল লক্ষ্য করিয়া ক্ষরিত হও। হে সোম, তুমি দেবগণের মদকর ও সমুন্দানশীল বিশেষরূপে শোধক। তুমি শ্রেষ্ঠযজ্ঞে দেবগণার্থ ক্ষরিত হও। ১১। মরুদ্যুক্ত মদকর ইন্দ্রিয়জুষ্ট স্তোতৃ-গণের স্তুতি ও অন্ন লক্ষিত করিয়া যজ্ঞে গমনশীল পূয়মান ধারা দ্বারা পবিত্র অতিক্রম করিয়া সৃষ্ট হইতেছ।

হে সোম! তুমি সত্বর আগমন কর। আগমন করিয়া দ্রোণকলসে নিষণ্ণ হও। অধ্বর্য্যু প্রভৃতি নেতৃগণকর্তৃক পূয়-মান হইয়া অন্নের উদ্দেশে আগমন কর। যেমন বলবান অশ্বকে শোধন করে, তদ্রূপ যজ্ঞে রসনার ন্যায় আয়ত অঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে শোধনপূর্ব্বক উপস্থিত করিতেছি। ১। স্তোতা উশনার ন্যায় ইন্দ্রাদি দেবগণের জন্ম প্রকৃষ্টরূপে বলিতেছেন। মহিব্রত (প্রথিতকর্ম্মা), শুচিবন্ধু (দীপ্ততেজা) পাবক শ্রেষ্ঠদিবসযুক্ত সোম শব্দ করিতে করিতে পাত্রে যাইতেছে। ২। যজমান ঋক যজু সামরূপ ত্রিবিধ বাক্যকে প্রেরণ করিতেছেন। যজ্ঞের ধারয়িত্রী ও সোমের কল্যাণবাণীকে প্রেরণ করিতেছেন এবং

যেমন গোসকল বৃষভের সমীপে গমন করে, সেইরূপ সোম-প্রশংকারী গাভিসকল গমন করিতেছেন। কামনাশীল স্তোতৃগণ, সোমকে স্তব করিতে যাইতেছে। ৩। সোমের প্রেরক হোমদ্বারা পূয়মান, দীপ্যমান অংশু, আত্মায় দেবগণসহ সম্পৃক্ত হইতেছে। তদনন্তর অভিযুত সোম শব্দ করিতে করিতে পবিত্রে গমন করিতেছে, যেমন হোতা (দেবগণের আহ্বাতা) নিষ্পাতা পশুমান্ সদ্মে (যজ্ঞগৃহে) গমন করে। ৪। স্তুতিবাক্যসমূহ, দ্যুলোক, ভূলোক, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণুর জনক সোম ক্ষরিত হইতেছেন। ৫। স্তুতিরূপ বাক্যসমূহ ত্রিপৃষ্ঠ (দ্রোণকলসাদিরূপী স্থানবিশিষ্ট) বর্ষক অন্নদাতা শব্দায়মান সোমকে কামনা করে। যেমন উদক আচ্ছাদক বরুণদেব জলসমূহ সঞ্চালক হইয়া সিন্ধু পর্য্যন্ত প্রদেশসমূহকে আচ্ছাদন করেন, সেইরূপ রত্নদাতা সোম স্তোতৃগণকে ধনদান করেন। ৬। সমুদ্র (জল-বর্ষক), গোপা (যজ্ঞ-রক্ষক) সোম বিস্তীর্ণ ভুবনবিধারক অন্তরীক্ষে প্রজা উৎপাদন করিয়া সকলকে আক্রম করিতেছেন। কামবর্ষক প্রস্তরদ্বারা অভিযুয়মান বৃহৎ সোম মেষলোমনির্ম্মিত পবিত্রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ৭। চতুর্দ্দিকে প্রস্তুত হইতে হইতে হরিদ্বর্ণ সোম পুনঃপুনঃ শব্দ করিতেছেন। শোধিত হইতে হইতে দ্রোণকলসে উপবেশনপূর্ব্বক শব্দ করিতেছেন। কর্ম্মনেতা ঋত্বিগগণদ্বারা প্রেরিত হইয়া সোম দুগ্ধকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক শুদ্ধ আত্মরূপ গ্রহণ করিতেছেন। একারণ স্তোতৃগণ তাহার উদ্দেশে হোমের বস্তু দিতেছে এবং স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতেছে। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি বর্ষণকারী, তোমার জন্য, এই মধুমান বর্ষক সোম পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে। এই শতদ, সহস্রদ ও ভূরিদ বলবান সোম শশ্বত্তম যজ্ঞে অধিষ্ঠান করেন। ৯। হে সোম!

তুমি যজ্ঞবান্ ও মধুমান্, জলের বসন পরিধান করিয়া মেষ-লোমময় উন্নত পবিত্রে ক্ষরিত হও। [তদনন্তর] মদিন্তম (অতিশয় মত্তকর) ইন্দ্রপান (ইন্দ্রপেয়) সোম ঘৃত (উদক)-বিশিষ্ট দ্রোণ (কলস) সমূহে প্রাদুর্ভূত হও। ১০।

সেনানী শূর সোম, যজমানার্থে পশুধনেচ্ছু হইয়া রথনিচয়ের অগ্রে যাইতেছেন। ইহার সেনা হাসিতেছে। যজমানগণ ইহার সখা, তাহারা ইন্দ্রকে আহ্বান করে, ইনি তাহাদের সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। আহুত ইন্দ্র সোম পান করিয়া কামসমূহ প্রদান করেন। ইন্দ্রের বেগে আগমননিমিত্ত বস্ত্র (পয়ঃ) সমূহ গ্রহণ করে। ১। তোমার স্বভূত মধুমতী ধারাসমূহ সর্জ্জন করিয়া যখন পূত তুমি মেষলোমজাত পবিত্রকে অতিক্রম কর। হে পবমান! তুমি গোগণের ধাম (পয়) লক্ষ্য করিয়া ক্ষরিত হও। অনন্তর জায়মান হইয়া তুমি অর্চ্চনীয় স্বতেজসমূহদ্বারা সূর্য্যকে পূর্ণ কর। ২। হে স্তোতৃগণ, প্রকৃষ্টরূপে গানকারী তোমরা সোমকে স্তব কর। মহৎ ধন লাভার্থ সোমকে অভি-ষবার্থ প্রেরণ কর। তদনন্তর স্বাদু সোম মেষলোমজাত পবিত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক ক্ষরিত হউক। দ্যোতমান সোম দীপ্ত হইয়া কলসে অবস্থান করুক। ৩। অধ্বর্য্যু কর্তৃক প্রেরিত দ্যাবা-পৃথিবীর উৎপাদক সোম অন্নদান করিবেন বলিয়া যাইতেছেন। ইন্দ্রের নিকটে গিয়া অস্ত্রসকলকে তীক্ষ্ণ করিয়া সকল ধন হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক যাইতেছেন। ৪। যজ্ঞে জ্যেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ) দীপ্ত স্তুতি-বিশিষ্ট পবনের প্রমুখে কামরমান স্তোতার স্তুতি সোমকে সংস্কৃত করে, অনন্তর গাভীসকল বরণীয় দেবগণের মদের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত সর্ব্বপালক কলসেস্থিত এই সোমকে কামনা করিয়া আগমন করে। ৫। সেচনকারিণী ইতস্ততঃ গতিশীলা কাম্যমান সোমের

প্রেরয়িত্রী অঙ্গুলিসকল সোমকে শোধন করিতেছে। হরিদ্বর্ণ সোম দিক্‌সমূহে পরিগত হইতেছে এবং অশ্বের ন্যায় গতিশীল হইয়া দ্রোণে ব্যাপ্ত হইতেছে। ৬। এই সোমে যখন ঘোটকার ন্যায় অলঙ্কার থাকে, অথবা যখন সূর্য্যের ন্যায় রশ্মিসকল উদিত হয়, তখন অঙ্গুলিসকল "আমি পূর্ব্বে শোধন করিব।" এইরূপ অহঙ্কারে উপস্থিত হয়। যে সেই সময় কবির ন্যায় আচরণশীল এই সোম জল আচ্ছাদন করিয়া যেমন গোপাল গোষ্ঠে গমন করে, সেইরূপ পাত্রে গমন করে। ৭। ক্ষরণশীল বলবান্ বরণীয় ধনের জনক ও বলের রাজা ইন্দ্রে বলকর রস প্রেরক সোম দেবরাজের মদার্থ ক্ষরিত হয় ও রাক্ষসকুলকে বিনাশ করে এবং রিপুগণের বাধা জন্মায়। ৮। হে সোম, এই ধারার সহিত এই ধন সকল বর্ষণ কর। তোমাকে সূর্য্য ও দেবরাজ প্রাপ্ত হউক। ৯। মহৎ জলের গর্ভস্বরূপ সোম সেই মহৎ কর্ম্ম করিয়াছে যে দেবগণকে প্রার্থনা করিয়াছে, দেবরাজের বল নিহিত করিয়াছে ও সূর্য্যে জ্যোতি উৎপন্ন করিয়াছে। ১০। দেবগণের মদের আধারস্বরূপ যে যোক্ত স্তুতি সেই স্তুতিবিশিষ্ট শব্দায়মান সোম যেমন রথার্থ সংগ্রামে অশ্ব সৃষ্ট হয় সেইরূপ যজ্ঞে কর্ম্মের সহিত পাত্রে সৃষ্ট হইতেছে। পরস্পর ভগিনীস্বরূপা দশ অঙ্গুলি যজ্ঞগৃহে বাহকস্বরূপ সোমকে মেষলোম নির্ম্মিত পবিত্রে প্রেরণ করিতেছে। ১১। জলের ঊর্ম্মির ন্যায় স্বরমাণ ঋত্বিক্‌গণ স্তুতিসমূহকে সোমে প্রেরণ করিতেছেন। স্তুতিনিচয় সোমকে যুক্ত করিয়া তাহাতে সঙ্গত হইতেছে। কাময়মান স্তুতি সকল কাময়মান সোমে প্রবিষ্ট হইতেছে। ১২।

হে স্তোতৃগণ! তোমরা সোমের অভিষুত ও অত্যন্ত মদকর রসের জন্য রাক্ষস ও কুকুরগণকে দূরীভূত কর। ১।

সর্ব্বপোষক ভজনীয় ধনের হেতুভূত এই সোম পবিত্র পূয়মান হইয়া কলসে গমন করিতেছে। সকল ভূতসমূহের পালক সোম, দ্যাবাপৃথিবী স্বকীয় তেজোদ্বারা প্রকাশিত করিতেছে। ২। অতিশয় মাধুর্য্যযুক্ত মদকর অভিষুত সোম পবিত্রে বর্ত্তমান হইয়া ইন্দ্রার্থ পাত্রে ক্ষরিত হইতেছে। মদের হেতুভূত রস ইন্দ্রাদিদেবগণে গমন করুক। ৩। অতিশয় মার্গপ্রাপক দেবগণের মিত্রস্বরূপ পাপরহিত শোভনধ্যানবিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ অভিযুয়মান সোম সকল আমাদিগের নিমিত্ত ক্ষরিত হইতেছে। ৪। হে দীপ্যমান সোম! আমাদিগকে বহু লোক-স্পৃহনীয় অনেক শোভনযুক্ত, অতিশয় দ্যোতক, অতি তেজস্বী, অত্যন্ত বলপ্রদ ধন প্রদান কর। ৫। যেমন গাভী সকল শিশু বৎসকে লেহন করে তদ্রূপ জল সকল ইন্দ্রের প্রিয় ও সকলের কাম্য সোমে অভিগত হইতেছে। ৬। সকলের স্পৃহনীয় শত্রুগণের ধর্ষণশীল সোমের নিমিত্ত পুরুষত্বের অভিব্যঞ্জক ধন আহৃত হইতেছে। মেধাবীগণের অগ্রগামী পূজাকাম অধ্বর্য্যুগণ শুক্লবর্ণ গো-দুগ্ধ সকল অম্বরার্থ আচ্ছাদন করিতেছে। ৭। সর্ব্বস্পৃহনীয় হরিদ্বর্ণ ও পিঙ্গল বর্ণ সেই সোমকে পবিত্রদ্বারায় শোভন করিতেছে যে সোম সকল ইন্দ্রাদি দেবগণকেই মদকর রসের সহিত পরিগত হয়। ৮। অভিযুয়মান সোমের সেই বাক্য কর্ম্মবিঘাতক, মনুষ্যের ন্যায় শ্রবণ না করুক। হে স্তোতৃগণ! ভৃগুরা যেমন মখ (অসুরবিশেষ) কে বিনাশ করিয়াছিলেন সেইরূপ তোমরা সাধক কর্ম্মরহিত কুক্কুরকে বিনাশ কর। ৯।

সোমরস অন্ন-উৎপাদক, তিনি সকলের প্রীতিকর উদকের দিকে ক্ষরিত হইতেছেন তিনি প্রবল হইয়া জলমধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছেন। তিনি স্বয়ং প্রকাণ্ড এবং বিচক্ষণ। প্রকাণ্ড

সূর্য্যের বিশ্ববিহারী রথের উপর আহরণ করিলেন। ১। প্রভূত দেবযুক্ত যজ্ঞে অভিযুয়মান হরিদ্বর্ণ অনন্ত প্রেরিত সোমনিচয় আমাদিগের প্রতি আগমন করুক। অপর যত ধনদান-রহিত অন্নাকাঙ্ক্ষী অরিগণ ভোজন হইতে বিযুক্ত হউক এবং আমাদিগের কর্ম্ম সমুদয় (দেবসম্বন্ধীয় স্তোত্রনিচয়) দেবগণকে সম্যক ভজনা করুক। ২। ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ শক্তিশালী, বপুষ্টম (অতিশয় সুশ্রী) ও মধুমান সোম দ্রোণ কলসে প্রকৃষ্টরূপে শব্দ করিতেছে। যজ্ঞের গাভীগণ যাহাদিগকে সহজে দোহন করা যায়, যাহারা ঘৃতসদৃশ দুগ্ধ দোহন করিয়া দেয়, তাহারা দুগ্ধ লইয়া এই সোম রসেরদিকে দৌড়িয়া যাইতেছে। ৩। সোম ইন্দ্রের উদরে প্রবেশ করেন, কারণ তিনি তাঁহার বন্ধু। তিনি সখিভূত ইন্দ্রের উদরের কোন অনিষ্ট করেন না। যেমন মানব যুবতীদিগের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ ইনি অভিষবকালে শতচ্ছিদ্র পথ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্রোণ কলসে জলসহ মিশ্রিত হইতেছেন। ৪। সর্ব্বসারক সোম অন্তরীক্ষ হইতে ক্ষরিত হইতেছেন। ইহাকে শোধন করিতে হইবে। ইহার রস দেবগণের বলপ্রদ, নেতৃগণ কর্ত্তৃক অনুমাদনীয় বা স্তুতা এবং হরিদ্বর্ণ। যেমন অশ্বপাল সজ্জিত করিয়া দিলে অশ্ব অনায়াসে গমন করে সেইরূপ সত্ব (জীব) গণ কর্ত্তৃক সৃজ্যমান এই সোম জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিস্তর অন্ন আহরণ করিয়া দেন। ৫। স্তোতৃগণের কামবর্ষক বিচক্ষণ উষাকাল দিবস ও দ্যুলোকের প্রবর্দ্ধক সোম অভিযুত হইতেছে। জলের কর্ত্তা দেবরাজের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া স্তুতিদ্বারা সোম কলসে প্রবেশার্থ ধারাদ্বারায় শব্দিত হইতেছে। ধ্বনিত হইতেছে। ৬। যখন সোম যজ্ঞদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তখন ইহার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট যজ্ঞে

স্থি একবিংশতি ধেনু যথার্থভূত দুগ্ধ দোহন করিল। এই সোম শোধনার্থ অন্ন চারি প্রকার জলকে শুভ করিলেন। ৭। হে সোম, তুমি দেবরাজের নিমিত্ত সুন্দররূপে অভিযুত হইয়া ক্ষরিত হও। রোগ রাক্ষসের সহিত দূরীভূত হউক। পাপিগণ তোমার রস পান করিয়া মত্ত না হউক। তোমার রস এই যজ্ঞে ধনযুক্ত হউক। ৮। আরোচমান বর্দ্ধক হরিদ্বর্ণ সোম অভিযুক্ত হইয়াছে এই সোম রাজার দর্শনীয় উদক লক্ষ্য করিয়া শব্দ করিতেছে। হে সোম তুমি পূয়মান হইয়া মেষলোমময় পবিত্র অতিক্রম করিয়া যাইতেছ, অনন্তর জলযুক্ত স্থানে শ্যেনের ন্যায় আসীন হইতেছ। ৯। মদকর রসযুক্ত সোমসকল পুরন্দরের প্রতি ধেনুর ন্যায় ক্ষরিত হইতেছে। দর্ভে আসীনা বচনযুক্তা গাভীসকল উধ(পাষাণ)দ্বারা পরিস্রুত শুদ্ধ পয়োভূত সোম ইন্দ্রার্থ ক্ষরিত হইতেছে। ১০। ঋত্বিক্‌গণ সোমকে বিবিধ প্রকারে সম্যকরূপে শোধন করিতেছে। দেবগণ বলকর্ত্তা সোমকে আস্বাদন করিতেছে এবং গব্যদ্বারা অভ্যক্ত করিতেছে। জলের আধারভূত উন্নত স্থানে গমনশীল যেক্তা দ্রষ্টা সোমকে হিরণ্যদ্বারা পবিত্রকারী দেবগণ জলে গ্রহণ করিতেছে। ১১। হে ব্রহ্মণস্পতে সোম, তোমার পবিত্র বিস্তৃত আছে। প্রভু তুমি পানশীলের অঙ্গ সকল পরিগত হইতেছ সর্ব্বত্র অসন্তপ্ত গাত্র অপরিপক্ক পবিত্র ব্যাপ্ত হইতেছে না। পরিপক্ক যাগনির্ব্বাহক সেই পবিত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। ১২।

২ ক্ষিতিজাত পাত্রে ক্ষরণশীল সর্ব্বজ্ঞ হরিদ্বর্ণ অভিযুত সেই সকল কামবর্ষক ইন্দ্রে অভিগত হউক। ১। হে সোম, তুমি জাগরণশীল, তুমি প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরিত হও। হে সোম, দেবরাজের নিমিত্ত পাত্রে ক্ষরিত হও এবং দীপ্তিযুক্ত স্বর্গপ্রাপক রিপু-

শোষক বল আহরণ কর। ২। হে স্তোতৃগণ, স্তব করিতে উপবেশন কর। অনন্তর পূয়মান সোমের নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে গান কর। তদনন্তর অভিষুত সোমকে যজ্ঞদ্বারা শোভার্থ অলঙ্কৃত কর। ৩। হে ঋত্বিক্‌গণ, তোমরা দেবগণের মদার্থ পূয়মান সেই সোমকে স্তব কর। এবং শিশুর ন্যায় হব্যদ্বারা ও স্তুতিদ্বারা স্বাদু কর। ৪। যজ্ঞকারী মহৎ জলের শিশু স্থানীয় সোম যজ্ঞের দীপ্তিশীল রসকে প্রেরণ করিয়া সকল হইতে ব্যাপ্ত হইতেছেন এবং দ্যুলোক ও পৃথিবীতে দ্বিধা হইতেছে। ৫। হে সোম, তুমি মধুমান আমাদিগের কলসে আসীন হও। ৬। নূত স্তোত্রের অগ্রে শব্দকারক পূয়মান সোম স্বীয় ধারাদ্বারা মেষলোমময় পবিত্রে বিবিধরূপে গমন করিতেছে। ৭। পবিত্র কর্ম্ম বিধাতা সোমের নিমিত্ত স্তুতি প্রকৃষ্টরূপে উক্ত হয়। যেমন ভৃত্যের নিমিত্ত বেতন সম্পাদিত হয় সেইরূপ স্তুতিদ্বারা প্রকৃষ্টরূপে স্তব কর। ৮। হে সুবল সোম, তুমি অভিষুত হইয়া আমাদিগকে গোযুক্ত ও অশ্বযুক্ত ধন দান কর। আমি পূত রসকে দুগ্ধাদিতে আধিক্য প্রাপ্ত করিতেছি। ৯। হে সোম, আমাদিগকে ধনাদি দানার্থ আমাদিগের বাক্য ধনদাতা তোমাকে স্তব করিতেছে। আমরা তোমার রসকে দুগ্ধাদিদ্বারা আচ্ছাদন করিতেছি। ১০। স্পৃহনীয় হরিদ্বর্ণ সোম বেগদ্বারা পবিত্র অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। হে সোম তুমি স্তোতৃগণকে পুত্র-যুক্ত যশঃ প্রদান কর। ১১। পূয়মান সোম দ্রোণ কলসে মধুর রস ক্ষরণশীল নিজ রসকে পরিব্যাপ্ত করিতেছে। সেই সোমকে ঋষিগণের সপ্তচ্ছন্দ স্তব করিতেছে। ১২।

হে সোম, তুমি অতিশয় মাধুর্য্যযুক্ত অতিশয় প্রজ্ঞাপ্রাপক, মহান, অত্যন্ত দীপ্ত ও হৃষ্ট। তুমি মদকর হইয়া পুরন্দরার্থ

ক্ষরিত হও। ১। হে অন্নপতে, হে দেব সোম দেবকামি তোমাকে আমরা স্তব করিতেছি, তুমি আমাদিগকে দ্যোতমান প্রভূত অন্ন দান কর এবং অন্তরীক্ষস্থিত মেঘকে বৃষ্টির জন্য বিশ্লিষ্ট কর। ২। হে ঋত্বিকগণ, তোমরা অশ্বের ন্যায় বেগযুক্ত স্তোতব্য অন্তরীক্ষস্থ জলের প্রেরক, তেজোপ্রেরক জলসম্পৃক্ত, জলে গমনশীল সোমকে অভিষুত ও জলদ্বারা সিক্ত কর। ৩। দেব কামনাশীল ঋত্বিকগণ মদপ্রেরক বহুধারাবিশিষ্ট কামবর্ষক সকল ধনের ধারক সেই এই সোমকেই দোহন করিয়াছেন। ৪। ধনসমূহের গোসমূহের ও শোভন মনুষ্যগণের অনেতা যে সোম, তিনি ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক অভিষুত হইতেছেন। ৫। হে সোম, তুমি অতিশয় দীপ্তিমান্, তুমি দেবগণকে জান তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের অমৃতত্বের নিমিত্ত শব্দোৎপাদন করিতেছ। ৬। অতিশয় মাদক জলের ঊর্ম্মির ন্যায় ইতস্ততঃ ক্রীড়মান ও অভিষুত সেই এই সোম মেষলোমনির্ম্মিত পবিত্রে ধারাদ্বারায় কলস লক্ষ্য করিয়া ক্ষরিত হইতেছে। ৭। যে সোম উৎসরণশীল অন্তরীক্ষস্থ মেঘের মধ্যস্থিত জলসমূহকে বলদ্বারা নির্গত করিয়াছেন, সেই সোম গোসমূহ ও অশ্বসমূহকে ব্যাপ্ত করিতেছেন। হে রিপুধর্ষণশীল সোম তুমি কবচবিশিষ্ট মনের ন্যায় অসুরগণকে বিনাশ কর। ৮।

সম্পূর্ণ।

সমর্থকোষের ১১শ সংখ্যা যন্ত্রস্থ।

শোভাবাজার রাজবাটী হইতে প্রকাশিত।

বাঙ্গালা ও ইংরাজী অভিধান, গার্হস্থদর্পণ বা দ্রব্যগুণাভিধান ও
পৌরাণিক চরিতাভিধান সম্বলিত

সমর্থ-কোষ।

ইহাতে একাধারে চারিখানি অভিধান আছে। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী শব্দার্থবোধক গ্রন্থাবলী, বৈদিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বিশুদ্ধ, গ্রাম্য ও আরব্য-পারস্য যাবনিক শব্দমূলক প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দের ধাতু, ধাত্বর্থ, প্রত্যয়, লিঙ্গ, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী অর্থসমন্বিত বাঙ্গালা অভিধান, ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ, পদাংশবিভাগ, প্রকৃতি, ইংরাজী ও বাঙ্গালা অর্থ সংযোজিত ইংরাজী অভিধান, ভারতবর্ষীয় ... গাছগাছড়ার গুণপরিচায়ক গার্হস্থদর্পণ এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণাদির অন্তর্গত মহাত্মগণের সুবিস্তৃত জীবনীসম্বলিত চরিতাভিধান।

বিশেষ বিবরণ হাণ্ডবিলে দ্রষ্টব্য।

১০ অর্দ্ধ আনা ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে ডাকযোগে বি... প্রেরিত হয়।

শোভাবাজার রাজবাটী।

শ্রীকৃষ্ণপরকৃষ্ণ মিত্র
কার্য্যাধ্যক্ষ।